ভ্যালারে মোর বাপ।

অর্থাৎ

স্ত্রীবাধ্য প্রহসন।

বনিতার বশে দ্যায় জননীকে দুখ।
তার চেয়ে কিবা আর আছে হত মুখ॥

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

আই. সি. চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[All rights reserved.]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ
সংখ্যা ৮৯০
কলিকাতা

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড,—১১৫ নং
জেনারেল প্রিণ্টিং প্রেসে
মুদ্রিত।

সন ১২৮৩ সাল।

Printed by B. M. Bhattacharjya

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কলিরকাপ	প্রহসনের নায়ক।
বরেন্দ্র বাবু	কলিরকাপের ভগ্নীপতি।
মোদো	কলিরকাপের আদপাগলা ভৃত্য।
শিউরৎ	কলিরকাপের রূপান্তর।

স্ত্রী।

বিজয়কালী	প্রহসনের নায়িকা।
সিদুর মাতা	প্রতিবাসিনী।
রাধামণি	কলিরকাপের মাতা।
ফুফি	সিদুর মাতার রূপান্তর।
নবীনকালী	কলিরকাপের ভগ্নী।
বাইজী	বিজয়কালীর রূপান্তর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
সংখ্যা ৮৯০
কলিকাতা।

স্ত্রীবাধ্য প্রহসন।

প্রথম উদ্যম।

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। (স্বগত) প্রাণনাথ যাই বোলে যে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন, তা এখনও আস্‌চেন না কেন? একাকিনী এ সজ্জন সমাকীর্ণ সমাজে আসাই অন্যায় হয়েছে। যদ্যপি কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্ত্রীলোক, তার ত কোন উত্তর কোরতে পার্‌বো না; সহজেই নীরব হয়ে থাক্‌তে হবে। কি করি এখন, ফিরে যাওয়াও ত বিহিত বোধ হচ্চে না, তবে ততক্ষণ একটা গীত গাই না কেন?

গীত।

কে বলে রসিক বল রসহীন জনে।
সে জন রসিক যাঁর নব রস মনে।
অকৃত্রিম প্রেম রস, তাহে যার মন বশ,
প্রেমিক সে প্রেম রস, পিয়ে সু-যতনে।
সঙ্গীত সুরস বলি, যে জন সে রসে অলি,
সদা মন কুতূহলি, রস আস্বাদনে।
তত্ত্ব রস সম যার, কোন রস নাহি আর,
মোক্ষ ফল, ফল তার, লভে আরাধনে॥

(নটের প্রবেশ)।

গীত।

প্রিয়ে তব প্রেমাধীন চিরদিন এই জন।
দিবা নিশি সুখে ভাসি, হেরিলে বদন।
ক্ষণকাল অদর্শনে, সব শূন্য ভাবি মনে,
রাখি প্রণয় রতনে, করিয়ে যতন।
যাবত রবে জীবন, পর বচনে শ্রবণ,
দিও না স্থান প্রাণধন, বিচ্ছেদে কখন।

নটী। (স্বগত) এই যে আস্‌চেন, আমি যখন এসেচি আর কি থাক্‌তে পারেন ?

নট। প্রিয়ে! এ সমাজটী কেমন দেখ্‌চো ?

নটী। সজ্জনে মণ্ডিত অতি সমারোহের সভা দেখ্‌চি।

নট। প্রিয়ে! এই সকল সভ্য ভব্য মহোদয় মহাশয়-দিগের সমাগমের কারণ কি তা তুমি জান ?

নটী। না, তবে বোধ করি এখানে কোন একটা গীতাভিনয় হবে ; এস না কেন! আমরাও একটু স্থান নিয়ে বসি।

নট। প্রিয়ে! তুমি বোসবে কি ? আমাদিগকেই যে একটী গীতাভিনয় কোর্ত্তে হবে।

নটী। সে কি নাথ! আমি যে এর বাষ্পও জানিনে ? কি গীতাভিনয় কর্ব্বেন বলুন দেখি ?

নট। প্রিয়ে সেই স্ত্রীবাধ্য বিষয়ই স্থির হয়েছে।

নটী। তাতে আর আশ্চর্য্য কি হবে ? শঙ্কর শঙ্করির বাধ্য, নারায়ণ কমলার বাধ্য, ব্রহ্মা সাবিত্রির বাধ্য,

ইন্দ্র সচীর বাধ্য, তা তুমি সামান্য মানবের আর এ বিষয়ে কি বোল্‌বে?

নট। প্রিয়ে! এ বিষয়ে যে অনেকেই জননীকে অসীম কষ্ট প্রদান ক'চ্চেন, সেটী ত সহজ ব্যাপার নয়, আর এ দোষটী এখন কেমন প্রবল হয়ে উঠেছে তা ত দেখতে পাচ্চ। স্ত্রীবাধ্য বশতঃ লোকে যে সকল লোকালয়ের ঘৃণীত কদর্য্য কার্য্য করেন, আমরা তাহাই গীতাভিনয়চ্ছলে প্রকাশ ক'রবো? বোধ করি ইহাতে সজ্জনগণের সহজেই মনোরম্য ও স্ত্রীবাধ্যগণের চরিত্র সংশোধন হতে পারবে।

নটী। তা বোলতে পারিনে। সজ্জনগণে, দুষ্কর্ম্মান্বিত স্ত্রীবাধ্যদিগের কদর্য্য আচরণের কথায় কি কর্ণপাত কর্ব্বেন? আর স্ত্রীবাধ্যগণের কি আপনার সামান্য উপদেশে চরিত্র সংশোধন হতে পারবে? তারা যে এককালে লোক লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়েচে। আর আপনিই বা সে অভিনয় কেমন কোরে কর্ব্বেন? তুমি নিজেও ত সেই দলের এক জন।

নট। প্রিয়ে! ও সব কথা এখন থাক, সজ্জনেরা এ বিষয়ে বিশেষরূপে কর্ণপাত কর্ব্বেন? প্রথমতঃ তাঁদের মহত্ত্বতা গুণ আছে, দ্বিতীয়ত এ দেশাচার সংশোধন বিষয়ে তাদের কি বৈরক্তি আছে? এখন অভিনয় আরম্ভ কর।

গীত।

অধীনিরে ওহে নাথ এ কথা বল কেমনে।
কি জানি গীতাভিনয়, তুষিতে সজ্জনগণে।

গুণী জ্ঞানী যে সমাজে, অবলা কি তথা সাজে,
নারী জাতি মরি লাজে, তুমি তা ভাবনা মনে।
নহ তুমি মম বশ, নিয়ে আছ রঙ্গ রস,
নট বোলে অপযশ, করে তব কত জনে॥

নট। প্রিয়ে! তুমি অত শঙ্কিত হোচ্চ কেন?

নটী। নাথ! আমার যা হচ্চে তা আমিই জানি।

গীত।

কি কহিব ওহে নাথ যে ভয় হতেছে মনে।
জান ত অন্তরে ভাল ছলগ্রাহী জনগণে।
তুমি দেশ সংশোধনে, কোরেছ বাসনা মনে,
ছলগ্রাহী জনগণে, ভ্রমে ছল অন্বেষণে।
বিশেষতঃ কাল দোষে, অনেকে রত এ দোষে,
নিন্দিলে নিন্দিবে রোষে, নিন্দুকেতে অকারণে॥

নট। তা সজ্জনগণে কেহ ছলগ্রাহী নহেন। এক্ষণে চল আমরা প্রস্থান করি।

[নট নটীর প্রস্থান।

ভ্যালারে মোর বাপ।

অর্থাৎ

স্ত্রীবাধ্য প্রহসন।

প্রথমাঙ্ক।

(কলীরকাপের অন্তঃপুর।)

বিজয়কালী আসীনা; পরে সিদ্ধুরমাতার প্রবেশ।

বিজ। ঠান্‌দিদি! মিতিনের ভাতারের কথা কি কিছু শুনেচো?

সি-মা। না লো! কি হয়েচে।

বিজ। মিতে আপিশের কত টাকা ভেঙ্গেছিল, তার তরে কাল সন্ধ্যার সময়ে বেঁধে নে গ্যাচে। এখন কি যে হবে তার ঠিকানা নাই। কেও কেও বোল্‌চে পুলী-পালাম যেতে হবে।

গীত।

কি কব দুখো যে মনে।
এ কথা শুনে শ্রবণে হৃদে শেল সম বাজিছে ক্ষণ ক্ষণে॥
আহা! সে মিতিন জীবন তুল, অকুলে কে তারে দিবে গো কুল,
মরি মরি মনে কত ব্যাকুল, হতেছে এই ক্ষণে।
এন নয়না নবীনা ললনা, জানে না মনে চাতুরি ছলনা,
কি হবে আহা! তারো বল না, কি দুঃখ মরি মনে।
দারুণ বিধি এ কি বাদ সাধে, যত সুখ-সাধে বিষাদ সাধে,
তবে কেন তাঁরো চরণ সাধে, বল আরো জনগণে॥

সি-মা। সে কির‍্যা! আমার যে শুনেই গা কাঁপচে? তা সে টাকা সব কেন ফেলে দিক না?

বিজ। সে সব টাকা এখন পাবে কোথা, কম্‌তো নয় পঁচিশ হাজার।

সি-মা। কেন? শুন্তেপাই, তোমার মিতিনের হাতে পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা আছে। এ সওয়ায় তোমার মিতের যখন বাপ মোরে যায়, রূপচটককে পঁচিশ হাজার, আর মাগীকে স্ত্রীধন বোলে পাঁচ হাজার টাকা দে গেছলো। তা ওদের পঁচিশ হাজার টাকার ভাবনা কি বল দেখি?

বিজ। মিতের কথা আর কেন বল? তেমন্ কত পঁচিশ হাজার টাকা রোজকার কোরেছিল। এখন মিতি-নের হাতে যা সত্তর আশি হাজার টাকা আছে, আর গায়ের গহনা গুলী। মিতে বিষয় রাখ্‌তে পাল্লে কৈ, যে খরচ কোত্তে আরম্ভ কোল্লে, তাতেই সব ফুঁকে দিলে। মিতিনকে যেমন কাপড় গয়না টয়না দিত, আপনার ছোট বোনটাকেও তাই দিত। বুড়ী মাগীকে গরদের কাপড় সওয়ায় আর পরাত না; যা দু এক যোড়া সুতর কাপড় দিত, তারো পাঁচ ছ টাকা দাম। মাগীর আবার একটা আলাদা চাকরাণী, এক শের দুদ, এক পোয়া সন্দেশ বরাদ্দ, আর বার বত্তের কত আগড়ম্ বাগড়ম্ খরচ ছিল। ঠান্‌দিদি! মিতে মা লক্ষ্মীকে যেন গলা টিপে বার কোরে দিয়েচে। এই এখন কি হ'লো বল দেখি? কেও কারো নয়, মাগীর

হাতে কি কম টাকা আছে? আজ দশ বচ্ছর পাঁচ হাজার টাকার সুদ পাচ্ছে। মিতে প্রথম যখন মুখখানী চুন পানা ক'রে বাড়ীতে এসে টাকার কথা বোললে, এমনি ক্রেট পিশাচ মাগী; বোলতে পাল্লে না যে, "ভয় কি? আমি সব টাকা দিব,, কত কষ্টে দশটী হাজার টাকা বার ক'রে দিয়েছে।

গীত।

কি কব তব সদনে।
নহে কাহারো কেহ ভুবনে॥
জননী কি নন্দন, নহে গো আপন জন,
কেবল জানিবে ধন, আপন।
সবে ধন রাখিবে যতনে॥

সি-মা। মাগীর তবে দোষ কি বল? পাঁচ হাজার বৈত আর নশোপঞ্চাশ টাকা ছিল না। মাগী কবার আবার কটা কর্ম্ম কোল্লে; শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, ও কটা বার বভ মাগী আপনার টাকায় কোরেচে, তাতো আমরা সব জানি। তবে আর মাগীর দোষ কি? আচ্ছা, মাগী যদি দশ হাজার টাকা দিলে, আর তোমার মিতের আপিশের পঁচিশ হাজার টাকা ভাঙ্গা যার তরে, তাও তো আমরা জানি, তোমার মিতিনকে জড়ুয়া গহনা কিনে দিয়েছিল। তা তোমার মিতিন পনেরো হাজার টাকা ফেলে দিলে আর ত এ বিপদ ঘোটতো না?

বিজ। সে কি এ সময়ে টাকা দিতে পারে? তার তিন চাটটী

অবগণ্ড ছেলে, মিতের যদি একটা ভাল মন্দ হয়, সে গুলিকেতো মানুষ কোত্তে হবে? ঠান্‌দিদি! আর মেয়ে মানুষের টাকা কেমন তাতো জান?

সি-মা। এ সময়ে তোমার মিতিনের টাকা দেওয়া খুব উচিত ছিল। এ কি কম সর্ব্বনাশ! সময় অসময়ের তরেই টাকা। ভাতার যার বাড়া এ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই, সেই যদি গেলো, তবে আর জকের মতন টাকা বুকে ক'রে থাকলে কি হবে? এর চেয়ে তোমার মিতেকে লয়ে তোমার মিতিনের ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল।

বিজ। ঠান্‌দিদি! তোমরা সেকেলে লোক বোঝো কম, তাই এ কথা ব'লচো। স্বামীর অপেক্ষা আর কিছুই নাই সত্য; কিন্তু কপালের কথা কেও ব'লতে পারে না, স্বামী কিছু কারো চিরকাল থাকে না। ভাই! আগে সমস্থানটী করা চাই। স্বামীর ভাল মন্দ হলে ধন থাকলে তবু বুক পোঁতা থাকে।—

গীত।

আমি কব তোমারে দিদি কিবা গো এখন।
দেখ এ যে কাল, নহে গো সে কাল,
এখন ধনই হয়েছে সার, ধরিলে জীবন।
সেকেলে লোক স্বল্প মতি, তোম্‌রা বুঝ অল্প অতি,
চিরকাল কি থাকে পতি, চিরপতি ধন॥

সি মা। (স্বগত) এমন ধনের মুখে ছাই, এমন বুক পোঁতার মুখে আগুন, আর এমন যে পুরুষ আপনার

হাতে কিছু না রেখে স্ত্রীকে যথা সর্ব্বস্ব দ্যায় ; তারো জীবনকে ধিক। (প্রকাশ্যে) তোরা বুজেচিশ ভাল। সে যা হোক, এখন তোমার মিত্তিন কি ক'চ্চে বল দেখি ?

বিজ। ঠান্‌দিদি গো ! মিত্তিনের কথা আর ব'ল না, আহা ! যেন মড়ার মতন পড়ে আছে। দুটী চোক দিয়ে জল পোড়চে, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌চে। দেখে, আমার যেন বুক ফেটে যেতে লাগলো। বুড়ী মাগীর চোকে জল নাই, হাও হাও ক'রে মায়া কান্না কেঁদে যেন বাড়ী মাথায় ক'রে তুলেচে।

গীত।

সে কথা কি কব তব কাছে আর।
ধরাতে পড়িয়ে আছে যেন শবাকার।
নেত্রে বহে শত ধার।
কেবল রব মুখে হাহাকার।
বিন্দু বারি নাহি চক্ষে, বুড়ী মিছে উপলক্ষে,
আঘাত করিছে বক্ষে, মিছে মায়া তার।
নাহি মনে মায়া তার।।

সি-মা। বুড়ীর নাড়ী ছেঁড়া ধন। ছেলের প্রতি মা বাপের যে কেমন স্নেহ, তা ছেলের ছেলে না হলে আর জান্‌তে পারে না, তাও পোড়া কালের দোষে কালা-মুখো গুলো ভাবে না। নাতবৌ ! তোমার মিত্তি-নের শাশুড়ির যা হোচ্চে, তা সেই জানে।

বিজ। আপনার এক রকমের কথা, মিতিনের চেয়ে আর কার দুঃখ বল? বুড়ী মাগীদের হাও হাউনি কেমন এক দশা। আমাদের এঁর একবার বিয়ারাম হ'তে ডাকতারে জবাব দিয়ে গ্যালো, বুড়ী আবাগী হাও হাও ক'রে কেঁদে বুকচাপড়ে বোল্‌লে কি? "ওগো আমার যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে অমুককে বাঁচিয়ে দাও, আমি অমুককে নিয়ে ভিক্ষে মেগে খাব,, ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি সাত্তে, ডাক্তারের দেড়শো টাকার বিল হলো। তখন আবাগী আর একটী পয়সা দিতে চায় না। আমি তোমার মাতীকে এক কড়া কড়ী দিতে দিলাম না। মাগীকে "তোমার নামে বিল হয়েচে, টাকা না দিলে ডাকতার নালিশ ক'রবে,, কত ভয় দেখাতে, কত কষ্টে তবে পাঁচ টাকা কম একশ টাকা ফেলে দিলে। ঠান্‌দিদি! বুড়ীমাগীদের কথা আর কেন বল? অমন ক্রেট কি আর আছে? আমার একবার একছড়া শেক্‌লানো সাতনর দেখে কিন্‌তে ইচ্ছে হ'তে, মাগীকে বোলতে অমনি, "হরিবল, আমি টাকা কোথা পাব মা!,, ব'লে এক কথাতে সব সেরে দিলে। সেই অবধি আবাগীর উপর আমার এককালে চিত্তির চোটে গ্যাচে। এখন ও মাগীর কথা শুন্‌লে আমার গায়ে কে যেন আগুণ ছড়িয়ে দ্যায়। আবাগীকে দেখলে আমার পাঁস পেড়ে কাটতে ইচ্ছে করে।

সি-মা। এতে তোমার রাগ করা অন্যায় দিদি? ও টাকা

কোথা পাবে। কলীরকাপের বাপ আর ত ওকে একটী পয়সা দ্যায়নি, সে ওকে দুচক্ষে দেখতে পাত্তো না। আর জন্মে ফল দান ক'রেছিল বোলে, তাই এ জন্মে কলীরকাপকে পেয়েচে।

বিজ। ঠান্‌দিদি! মাগী ফল দান ক'রেছিল, তা একটু মধু দান করেনি কেন? ওর কট্‌কটে কথা গুলো শুন্‌লে আমার গাটা জ্বালা ক'রে ওঠে।

সি-মা। (স্বগত) মধু দান যা তুমিই ক'রে এসেছ, তার জন্যেই বাক্য গুলি যেন মধুমাখা হয়েচে। স্বামীকে ভ্যাড়া বানিয়ে মাগীকে কেনা বাঁদির বাড়া ক'রেচে।

(নেপথ্যে রাধামনি।)

রাধা। (নেপথ্য হইতে) বৌ মা! বৌ মা!——

বিজ। ঐ আবাগী আসচেন, বেটীর মরণ নাই; এসে আবার কি হুকুম করেন দেখ।

সি-মা। (স্বগত) ওমা কলীরকাপ কি আস্পদ্দাই দিয়েচে? আবাগী যেন সাপের পাঁচ পা দেখেচে?

(রাধামনির প্রবেশ।)

রাধা। বৌ মা! বাবাকে, কাপড় কিনে দিতে ব'ল মা? হাড়ী বাগ্দির মতন লোকের কাছে এ কাপড়ে বেরুতে লজ্জা করে মা।

বিজ। কেমন ক'রে ব'লবো? সে দিন তোমাকে এক যোড়া কাপড় কিনে দিলে, এখন বচর ফিরেনি। ঘরে আর ত তাঁত বসান নাই, যে বোললেই অমনি কাপড় দেবে? (সিদ্ধুর মাতার প্রতি) ঠান্‌দিদি!

এমন দুশমো আর বিশ্ব সংসারে দেখিনে। কাপড় দিলেই অমনি ছিঁড়ে বসেন। আর মাগীর হাড়ে লক্ষ্মী নাই ব'লে সংসারটারও ভদ্রস্থ নাই।

রাধা। ওমা! কি বলিসগো? বাবা কি সে দুখানি কাপড় আজ দিয়েচে গা? এই পূজো এলে বচর ফেরে। তার পর তোমাকে পাঁচ ছ যোড়া কাপড় এনে দিয়েছেন।

বিজ। মর মাগি! আমাতে আর তোতে সমান? (সিদুর মাতার প্রতি) ঠান্‌দিদি! আবাগী আমার হিংসা-তেই ম'লেন। শাশুড়ী ত নয় যেম আমার সতীন।

সি-মা। (কাণে হাত দিয়ে) (স্বগত) রাম! রাম! কি সর্ব্ব-নাশ! এ কথা কেমন ক'রে ব'ললে, এ যে কাণে শুন্‌লে পাপ হয় গা।

রাধা। বৌমা! আমি আর কদিন বাঁচ্‌বো মা? আমাকে এখন আর কুকথা গুলো বলিস্‌নে। মনে দুঃখ দিয়ে কথা কইলে, যদি আমার চোক দিয়ে জল পড়ে, কি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, তা হলে তাতে আমার বাবার অমঙ্গল হবে। বাছা! বাবা আমার রাজা হোক্‌, তুমি রাণীর মতম সুখে ঘর কন্না কর, তোমার সুখ দেখে আমি হিংসা করি এও কি কথা মা?

গীত।

কেন মা আমারে বল, বলিছ কুকথা অতি।
তব সুখে দুঃখী হবো, নহে গো তেমন মতি।

মনে ব্যথা দিলে পরে, যদি নেত্রে জল ঝরে,
জানি অমঙ্গল করে, তাহে ওগো গুণবতি।
তুমি হওগো রাজ্যেশ্বরী, বাবা বসুন দণ্ড ধরি,
কায়মনে ইচ্ছা করি, নহে মম ভিন্ন মতি।

বিজ। মর মাগি! গ্যাজ গ্যাজ কোরে বোকচিস কেন? তোর স্বভাব কি আমি জানিনে? "যার ঘর করিনে সে বড় ঘরনি, আর, যার রান্না খাইনে সে বড় রাঁদুনী,, (সিদুর মাতার প্রতি) ঠান্‌দিদি! আবাগির বাকড় আর কিছুতেই ভরে না। যার তার কাছে খেতে পাইনে বোলে আমাদের নিন্দে কোরে বেড়ায়। তা কোল্লেই বা, তাতে কি বয়ে গ্যাল? বোধ করি ঘোষেদের সেজ বোয়ের কাছে কি বোলে-ছিল, সে তার চাকরাণীকে দিয়ে মাগীকে এক ঠোঙ্গা সন্দেশ পাটিয়ে দিয়েচে। আবাগী আপনার ঘরে বসে মুখ টিপে টিপে খাচ্চে। আমার কি দরকার পোড়েছে, ওর ঘরে গেচি, আমাকে দেখে অম্নি সন্দেশ গুলো লুকুলেন। (রাধামণির প্রতি) মর আবাগি! আমি কি তোর সন্দেশের পিত্তিশি, যে তুই আমাকে দেখে লুকুশ, আমার ঘরে কত সন্দেশ পোচে ছাতা উঠে যাচ্চে। (সিদুর মাতার প্রতি) ঠান্‌দিদি! চিম্‌সে মাগীর কি আক্কেল দেখেচো, এতে মুখে নুড়ো গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে কি না?

রাধা। সিদুর মা! আমার বৌমার কথা শোন, লোকে বলে এরা শাশুড়ী বোয়ে দিবারাত্তির ঝকড়া করে।

আমি ঝকড়ার কি কথা কয়েচি, যে বৌমা আমাকে হাড়ির তেরস্কার কোচ্চেন।

বিজ। মরমাগি! হাড়ির তেরস্কার তোকে কচ্চি, না তোর আক্কেলকে কচ্চি? বেআক্কেলে মাগী যেন ক্ষুদে পিপড়ের মতন মুখ টীপে কুট কুট কোরে কাম্-ড়াচ্চেন।

সি-মা। (রাধামণির প্রতি) ওগো তুমি ঘরে যাও। (বিজয়-কলীর প্রতি) নাতবৌ! চুপ কর ভাই, এখনি আবার একটা কাণ্ড হবে।

[রাধামণির প্রস্থান।

বিজ। ঠানদিদি! আবাগী যেন আমার দুটী-চক্ষের বিষ হয়েচে, তোমার নাতিরও মাগীর উপর এক রত্তি চিত্তির নাই।

গীত।

কি কব তোমারে আর।
দুটী চক্ষের বিষ মাগী হয়েচে আমার॥
যেরূপ আমার মন, তব নাতীর তেমন,
দেখে না ভুলে বদন, গুণেতে উহার॥
মুখের দিকে দৃষ্টি হলে, মন মম উঠে জ্বলে,
বাঁচি এখন মাগী মোলে, যুড়ায় সংসার।

সি-মা। (স্বগত) তুমিই সব চিত্তির কোরে তুলেচো, আর কি কুলগ্নে ভিটেতে পদার্পণ কোরেচ, তা আর বোলতে পারি না। তোমার আগম-নেই কলীরকাপের বাপ মোরে গ্যালো, ছোট

ভাইটে নিউদ্দেশ হোলো, পিসিমাগী পাগল হোয়ে মোলো ; সব খেয়ে এখন কলিকাপের যেন হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হয়ে বসেচ। বুড়ীমাগীকে যে পোড়ান্ পোড়াচ্চ, কলী বলেই শিগ্‌গির শিগগির কিছু ফোলচে না ; কিন্তু এর ভোগ ভুগতেই হবে ? বিনা অপরাধে গুরুতর লোক্‌কে যে কটু কথা বলা, সে বড় সহজ কথা নয়। মাগীর মরণ নাই, অপমানে অপমানে শরীরটে যেন কালী হয়ে যাচ্চে ; না পেট ভোরে খাচ্চে, না কাপড়খানা পোচ্চে, না মনের সুখে আছে। পোড়া গর্ব্ভেও ছাই, এমন কু-পুত্রকেও পেটে ঠাঁই দিয়েছিল, যে মায়ের দুঃখ ভাবলে না ! মেগের ভ্যাড়া হয়ে রইলো !

বিজ। ঠানদিদি ! ভাবচো কি ? তুমি এমন মনে কোরো না যে তোমার নাতী এসে আমাকে কিছু বোল্‌বে, আমি সে পাট রাখিনে। তাকে উট্‌তে বোল্লে ওটে, বস্‌তে বোল্লে বসে। আমি একটু মুখ ভারি কোরে বোস্‌লে সে অমনি সৃষ্টি সংসার অন্ধকার দেখতে থাকে।

সি-মা। নাতবৌ ! তাতো ভাই দেখ্‌তে পাচ্চি, কলিরকাপকে দিব্বি একটী ভ্যাড়া বাঁনিয়েচো। এমন নাহলে, ভাই ভাতার নিয়ে সুখ নাই ? আমাদের পোড়া কপালে বিধাতা কি ভাতারই লিখেছিলেন। একদিন রাত্রে পান সাজাতে আঁঙ্গুলে একটু চুন খয়ের লেগেছিল, তামাসা ক'রে তোর ঠাকুরদাদার গালে দিতে,

পুরুষ অমনি রেগে চোক দুটো কপালে তুলতেই ভয়ে কেঁচো হয়ে পায়ে ধরেছিলেম। অরসিক কিনা ? তাতে রাগ গেল না, আমার গালে একটা যে চড় মেরেছিল, তাতে প্রাণ্টা যেন বেরিয়ে গেছ্লো। তারপর লজ্জাতে লোকের সাক্ষাতে দু-দিন তিনদিন আর মুখ দেখাতে পারিনে।

বিজ। ঠান্‌দিদি! আমাদের সে রকম নয়, আমি যদি তার এক গালে চড় মারি, সে ভয়ে অমনি অন্য গাল পেতে দ্যায়।

সি-মা। তাতো দেখ্‌তে পাচ্চি। আশীর্ব্বাদ করি, পাকা মাথায় শিঁদুর পোরে যেন নাতীর সঙ্গে এই রমকেই কাল কেটে যায়।

গীত।

আশীর্ব্বাদ করি দিদি সদাকাল থাক সুখে।
চিরকাল এরূপে যেন হরে কাল হাঁসি মুখে॥
গৌরী পঞ্চানন, রতি ও মদন,
সম তোমরা দু-জন, রহ বিবাদ বিমুখে।
সাবিত্রী সমান, যেন বাড়ে মান,
শত্রু ম্রিয়মান, হয়ে থাকে মন দুঃখে॥

বিজ। ঠান্‌দিদি! তোমাকে আর অধিক কি বোলবো, তোমার নাতী যেন আমার কেনা গোলাম হোয়ে আছে।

সি-মা। আচ্ছা ভাই নাতবৌ ? লোকে একটা কথা বলে, “মেগের কাছে ভাতার ভ্যাড়া,” কৈ তুমিত ভাই আমার নাতীকে এখন ভ্যাড়া সাজাতে পারনি।

বিজ। ঠান্‌দিদি! দেখ্‌তে তো পাচ্চ, উপরে কেবল মানু-

ষের চামড়াখানি রেখেচি, তা না হলে ভিতরে সব ঠিক কোরে এনেচি।

সি-মা। আচ্ছা ভাই তোমাকে কেমন আমার নাতী ভালবাসে কই তাকে একদিন ভ্যাড়া সাজিয়ে আমাকে দেখাও দেখি?

বিজ। ঠান্‌দিদি! এ আর আশ্চর্য্য কি? একরাত্রে আপনি মোদো চাকর সেজে আমাকে মাথার দিব্বি দিয়ে তামাক সেজে খাইয়েছে। ভ্যাড়াও অনাসে সাজাতে পারি, তবে মুস্কিল কি জান, ভ্যাড়ার সে উপরের চামড়া টামড়া কোথা পাব।

সি-মা। আমার সিদুর একটা ভ্যাড়ার পোশাক আছে, সে, সেইটে পোরে ভ্যাড়া সেজে খ্যালা কোরে ব্যাড়ায়। সেইটে কি আনিয়ে দোব?

বিজ। বেসতো! তবে সেইটে আনাও। ঠান্‌দিদি! আর একটা কথা আছে ভাই? আমি ঘরের ভিতর তাকে ভ্যাড়া সাজাব, তুমি কিন্তু বাইরে থেকে দেখো।—

সি-মা। দেখ্‌তে পেলেই হোলো। তুমি যেৎথেকে বোলবে আমি সেইখান থেকেই দেখ্‌বো। তবে সে ভ্যাড়ার পোশাকটা আনাই। তোমার চাকরকে ডাকাওনা ভাই?

বিজ। মোদো! মোদো! আমর! ও মোদো।—

মোদো। (নেপথ্যে) আজ্ঞা যাই।—

(মোদোর প্রবেশ।)

বিজ। মর ব্যাটা? বাবু ঘরে নেই বোলে বুঝি এত ডাকা-

ডাকিতেও শুন্তে পাচ্চিসনে ? ব্যাটা "যেমন্ কুকুর সেও তেমৃনি মুগুর," এক ডাকের উপর দু-ডাক ডাক্‌লে অগ্নি চাব্‌কে দ্যায়। ডাঁড়া ব্যাটা ? আজতোর বাবু আসুক; আমি ডাক্‌লে কেমন তুই চুপকোরে থাকিস্।

মোদো। মা-ঠাকুরুন্! আপ্নি এমন অন্যায় কথা বোলচেন কেন ? আমি বাবুর চেয়ে আপনাকে জেয়াদা ভয় করি। আপনিই আমার মনিব। আপনাকে দেখ্‌লে আমার গায়ের আদশের রক্ত শুকিয়ে যায়। এখন কি আজ্ঞে করুন।—গোলামতো হুকুমের তলে পোড়ে আছে ?——

বিজ। মোদো! ঠান্‌দিদির ছেলের কাছ থেকে ভ্যাড়ার পোশাকটা চেয়ে আন দেখি ?

মোদো। (স্বগত) ভ্যাড়ার পোষাক আবার কেনরে বাবু! বাবুকে ত ভ্যাড়া বানাতে বাকি নাই। আমাকে আবার ত ভ্যাড়া সাজাবে না ? (প্রকাশ্যে) মা ঠাকুরুণ! ভ্যাড়ার পোশাক কেন গা ?

বিজ। আমার দরকার আছে।

মোদো। কি দরকার গা ?

বিজ। তোর সে কথায় কাজ কি ? তুই যা না।

মোদো। কে পোরবে গা বল না ?

বিজ। কি আপদ! তোর সে খপরে কাজ কি ?

মোদো। তা বাবু আমি আগে থাক্তে বোলে রাখচি, আপনি যে আমাকে ভ্যাড়ার পোশাক পরিয়ে মজা দেখবেন ? আমি তা পোরবো না বাবু ?

বিজ। মর ব্যাটা, তোকে পরাব কেন ? ব্যাটা কি মানুষের মতন মানুষ, যে ওকে আমি ভ্যাড়ার পোশাক পরাব ?

মোদো। (স্বগত) তবে বাবুকেই পরাবেন ; তা আমি ডেমাক ক'রে ব'লতে পারি, এ বিষয়ে আমি বাবুর চেয়ে মানুষের মতন। আমার মাগ যদি আমার মাকে একটা কোন শক্ত কথা বলে, তা হলে সে দিন আর তার রক্ষা থাকে না। (প্রকাশ্যে) মা ঠাকুরুন্ ! ভ্যাড়ার পোশাকটা কে পোরবে তা বল্লে না গা ?

বিজ। তোর বাবা পোরবে।

মোদো। বাবু ! তিনি এটা পোরে ঘরে থাকবেন না রাস্তায় বেরুবেন গা ? (স্বগত) লোক দেখান তাঁর বাড়ার ভাগ। তিনি যে একটী মেগের আস্ত ভ্যাড়া তা সকলেই জানে।

বিজ। বাবু কেন পোরবেন ? তোর ঘরের বাবা পোরবে।

মোদো। আমার বাবা ত বাবু এখানে নাই।

বিজ। তোর যে বাপকে হোক সাজাবো। তুই এখন পোশাকটা শিগ্‌গির আন দেখি !

মোদো। (স্বগত) বাবুকেই সাজাবেন তা বুঝেছি, যা হোক দেখতে হবে। (প্রকাশ্যে) মা ঠকুরুণ ! সিদ্ধবাবুকে গিয়ে কি বোলবো।

বিজ। আমার নাম কোরে গে চাইলেই দেবে।

মোদো। যে আজ্ঞে, তবে চল্লেম। (যেতে যেতে স্বগত) মা বাবুর দফা এককালে নিকেশ কোরে ফেলেচেন।

তাঁর আর দশ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসবার যো রাখেন নি। আজ ভ্যাড়া সাজ্‌তে বোললেই দিব্বি কাস্মিরি ভ্যাড়া সেজে বোসবেন।

[মোদোর প্রস্থান।

বিজ। ঠান্‌দিদি! ভাতার যেমন পেতে হয় তা পেয়েছি। আমার কোন বিষয়ে আর দুঃখ নাই। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, একটী ছেলে হোক্। ছেলে অভাবে আমার সংসার যেন অন্ধকার হয়ে রয়েছে।

গীত।

পতি গো যেমন পেয়েছি তেমন।
নাহিক বিষাদ, তাহাতে আহ্লাদ,
সদা মনোসাধ হতেছে পূরণ॥
এক দুঃখে মন, পোড়ে অনুক্ষণ, (না জানি)
বিহিন তনয় ধন।
এ সংসার বন, তাহার কারণ, (অধিনী)
সতত ব্যাকুল মন।

সি-মা। তা হবে বইকি? এখন ঢের সময় আছে। গাছের ফলতো আগু পিছু ফলে। (স্বগত) বুড়ী মাগীর মনে যে দুঃখ দিচ্চ, তখন তোমার গর্ব্ভে যে বংশ থাক্‌বে সে আশা মিছে। তুমি মলে তবে যদি কলীরকাপের বংশ থাকে।

বিজ। ঠান্‌দিদি! ছেলে যদি আমার হয়, তাহলে আমোদ আহ্লাদ যা কর্‌বো তা আমার মনেই আছে। আটকৌড়ে আর ষেটেরা পূজো খুব ঘটা করে কর্‌বো

সি-মা। আটকৌড়েটা আমাদের নিয়েই হবে, সেদিন

কি হয়? কেমন জাত তাতো জানেন। ওদের কি ভাই আল্লা দিতে আছে।

সি-মা। তুমি যে ভাই লাগাম টেনে আছ, নাতীর আর কি কোনদিকে মুখ ফেরাবার যো আছে?

বিজ। ঠান্‌দিদি! সঙ্গ-দোষ্টা ভারি খারাপ। দিনকতক কতকগুলো কুসঙ্গী যুটে খারাপ কোরে তোলবার উজ্জুগ কোরেছিল। আমার কাছে কি সে পাট হবার যো আছে? দু-দিন চোক রাঙ্গাতেই কোথায় বা জটলা, কোথায় বা গাওনা বাজ্‌না, কোথায় বা পাণ-তামাকের শ্রাদ্ধ, এককালে বৈঠকখানায় বসাই বন্দ কোরে দিলেম।

(একটা বাক্স, তাহার উপর এক ওড়া সন্দেশ, ও কোঁচড়ে গোটাকতক সন্দেশ, লয়ে খেতে খেতে)।

(মোদোর প্রবেশ।)

সি-মা। মোদো! তোর বাবু বুঝি এলো।

মোদো। (মুখে সন্দেস) হুঁ।

বিজ। কি খাচ্চিশ র‍্যা।

মোদো। উঁ হুঁ।

বিজ। মর ব্যাটা? সন্দেশ খাচ্চিস নাকি?

মোদো। (সত্বরে চিবিয়ে গেলন)

বিজ। আমর ব্যাটা সব এঁটো কল্লি?

মোদো। কি বলেন আপনি? আমার কি আক্কেল নাই? আমি আপনাদের সন্দেশ খাই নাই। (স্বগত) খাটবো

তোমাদের বাড়ী, আর কি আমার মাসীর মা সন্দেস খেতে দেবে? সন্দেশ আবার খাবার জিনিস! মধুসূদনের এখন কপাল মন্দ বোলেই যা হোক, তা না হলে সন্দেশকে তো মাটীর ঢ্যালা বলতেম। যখন কর্ত্তা বাবুর বাড়ীতে ছিলেম, শাণক শাণক মুরগী আগে পেশাদ কোরে দিয়েচি, তবে সেজবাবু খেতে পেয়েচেন। সন্দেশ এঁটো কোরেচি তবেই তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গ্যাচে, কত মাছী, বোলতা, পিঁপড়ে, খেয়ে হেগে মুতে দিচ্চে, তাতে রুচি হয়; মধুসূদনের এঁটোতেই ঘেন্না হোচ্চে।

বিজ। তুই তবে সন্দেশ কোথা পেলি।

মোদো। কে কোথা দিলে আপনি তার খোঁজ নিচ্চেন কেন?

(আপিস পরিচ্ছদে কলীকাপের প্রবেশ।)

কলি। (সিদুর মাতার প্রতি) ঠানদিদি কতক্ষণ?——

সি-মা। অনেকক্ষণ এসেচি ভাই, এখন চল্লেম।

কলি। বসুন্ না? এত ব্যস্ত কেন?

সি-মা। সিদুকে খাবার টাবার দিয়ে আসি, আবার আস্‌বো এখন। নাতবৌ! এখন আসি তবে। সেটা যেন হয়।

[সিদুর মাতার প্রস্থান।

কলি। (বিজয়ের প্রতি) দেখ, তুমি সন্দেশ ভালবাস বোলে আমি আপিসে একদিনও সন্দেশ খাইনে? আজ

ময়রা ব্যাটা না বোলে সন্দেশ রেখে গেছ্‌লো। একটু কামড়ে আর গলাতে উল্লো না? অম্নি একটু জল খেয়ে উপরে গেলেম। আসবার সময় বড়-বাজার থেকে সন্দেশ কিনে নিয়ে তবে আস্‌চি। আগে তুমি খাও দেখি, আমার সন্দেশ কেনা সফল হোক্‌। তারপর আমি কাপড় ছেড়ে হাতে মুখে জল দোব।

বিজ। তোমার ও সন্দেশ খাবে কে? যে চাকর রেখেচো, সে আগে পেশাদী কোরে এনেছে। আমি কি তোমার মোদোর এঁটো খাব?

কলি। (মোদোর প্রতি) মোদো! আমর ব্যাটা? তোর যে ভারি আস্পদ্দা দেখ্‌ছি। আমি কি তোর জন্যে সন্দেশ কিনে এনেচি?

মোদো। আমি ও সন্দেশ খাবো কেন?

কলি। তবে ও বুঝি মিছে কথা বোল্‌চে, মর ব্যাটা? তুই এখনি বাড়ীথেকে বেরো?——

মোদো। (স্বগত) কি আপদ! ভালত দুটো সন্দেশ খেয়েচি, এখন চাক্‌রি যে যায় দেখ্‌চি।

কলি। নজর থেকে যা ব্যাটা, আর তোর মুখ দেখতে চাইনে।

মোদো। (স্বগত) রুটী তো গ্যালো। আমিও নাপ্তে ধুত্ত; যাবার সময় এক্টা মরণ কামড় কাম্‌ড়ে যাই। (প্রকাশ্যে) মশায়! আপনি অনর্থক রাগ কচ্চেন, আপনি গোলাপবিবিকে যে এক ওড়া সন্দেশ দিতে

দিলেন, তাঁকে সন্দেশ দিতে, তিনি আমাকে চাট্টে সন্দেশ দিয়েছিলেন, তারই একটা খেয়েচি। এখন এই দেখুন কোঁচড়ে তিন্‌টে আছে। (কোঁচড় হতে তিন্‌টে সন্দেশ দেখান।)

কলি। বেরো না ব্যাটা? এখন সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা কচ্চিস।—(প্রহারে উদ্যত)।

বিজ। মোদো! যাস্‌নে ভাঁড়া না, দেখি ও তোর কি করে।

কলি। ও ব্যাটা সব মিথ্যে কথা বোল্‌চে।

বিজ। মিথ্যে কথা বইকি? আর জ্বালাচ্চ কেন? দু-রকম সন্দেশ কিনে এক রকম সেখানে দেওয়া হয়েছে। এক রকম বাড়ীতে আনা হোয়েচে। তা না হ'লে মোদো গোল্লা কোথা পাবে বল দেখি?

কলি। ও ব্যাটা এই সন্দেশ ভেঙ্গে গড়েচে।

বিজ। ভেঙ্গে গোড়তে তুমি খুব পার, ও এখন তত শেখেনি। (স্বগত) বাপরে! পুরুষের পেটে পেটে বুদ্ধি।

কলি। তোমার দিব্বি কোরে বোলচি, আমি গোলাপীকে চিনিনে।

বিজ। এখন আর চিন্‌বে কেন?

কলি। তোমার মাথায় হাত দিয়ে বোল্‌চি, সে কে আমি তাকে চিনিনে। (মস্তকে হাত দিতে উদ্যত)

বিজ। যাও, যাও, আর মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি গাল্‌তে হবে না? "পরের মাথায় দিয়ে হাত, দিব্বি গালে নির্ঘাত," (মোদোর প্রতি) মোদো! একখানা

পাল্কি ডেকে দেত, আমি আর এখানে থাক্‌বো না; এখনি আমার বাপের বাড়ী যাব।

কলি। (পায়ে পোড়ে) আমার গলায় আগে ছুরী দাও, তার পর তোমার বাপের বাড়ী যেও।

বিজ। মিছে আর ঢং কোচ্চ কেন? (মোদোর প্রতি) মোদো! পাল্কি একখানা ডাক্‌না।

কলি। (মোদোর প্রতি) মোদো! নারে। (বিজয়কালীর প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি পাল্কি ডাক্তে বোলো না। পাল্কি ডাক্তে বোল্লে আমার প্রাণ উড়ে যায়।

মোদো। (স্বগত) আচ্ছা মজা কোরেচি। চাক্‌রিতো থেকে গ্যালো। বাবুর মাথার উপর আর এমন মাথা নাই, যে আমাকে ছাড়ান্‌। এখন মজা দেখা যাক।

বিজ। মোদো! পাল্কি ডাক্‌না।

কলি। (পায়ে পোড়ে) দেখ, আমি যদিও দোষী নই, তবু আমার ঘাট হয়েছে। এ যাত্রা আমাকে মাপ কর।

বিজ। কি আপদ পা ছাড় না? আমি আর এখানে থাক্‌বো না?

কলি। (রোদন করিতে২) ও বাপরে! আমার একি সর্ব্বনাশ হোলো। আমি চাদ্দিক যে সব শূন্য দেখ্‌চি? আমার বুক ফেটে যাচ্চে। (বিজয়কালীর প্রতি যোড়-হস্ত করিয়া) আমাকে মাপকর।

বিজ। তোমার মুখ দেখ্‌তে আর আমার ইচ্ছে নাই। (মোদোর প্রতি) মোদো! পালকি ডাক্‌ না? মর ব্যাটা! এখন দাঁড়িয়ে আছিস?

কলি। (বিজয়কালীর পদ ধরিয়া) তবে আমি এই মলেম। (বুকে করাঘাত করিতেং) আমার এ পাপ প্রাণ এখন কেন আছে? আমি মলেই বাঁচি।

বিজ। এখানে বুক চাপড়ালে কি হবে? তোমার সেই গোলাপ বিবির কাছে যাও, বুকে এখন হাত বুলিয়ে দেবে। হাতে কতক গুলো টাকা হয়েচে বোলে, যা মনে হোচ্চে তাই কোচ্চেন। টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে আবার নুকো চুরি কোরে মরেন। মোদো! পালকি ডাক্ না।

কলি। আমার যা আছে আমি সব তোমাকে দিচ্চি, ইস্তক আমার পৈত্রিক বাড়ী পর্য্যন্ত নাও। আর আমি আপিশে যা পাব, তোমাকে সব এনেদিব; তুমি কেবল আমাকে খেতে পোত্তে দিও। আর আফিসের জল খাবার মাসে চাট্টে টাকা দিও।

বিজ। আমি চাট্ টাকা মাট্ টাকা বুঝিনে, রোজ আপিসে যাবার সময় চাট্টে কোরে পয়সা ফেলে দোব, জল খাওয়া বৈত নয়, সেখানে আরতো হাতি ঘোড়া খাবেনা?

কলি। আচ্ছা তাই দিও।

বিজ। তবে এখনি আমাকে সব লিখে দাও।

কলি। তা আমি এখনি লিখে দিচ্চি। (লিখন)

কলি। শোন দেখি?——(পঠন)

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীমতী বিজয়কালী দাসী
সুচরিতেষু।—

লিখিতং শ্রীকলীরকাপ বর্ম্ম। কস্য বিক্রয়নামা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমি তোমার নিকট হইতে দফাওয়ারিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার চলিত ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা তোমার স্ত্রীধন হইতে কর্জ লইয়াছিলাম; এপর্য্যন্ত তাহা পরিশোধ করিতে নাপারায় অদ্যকার তারিখে আমার ভদ্রাশন বসত বাটী তাহার পরিবর্ত্তে তোমাকে বিক্রয় করিয়া আমি উপরোক্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। ইহা তোমার স্ত্রীধন হইল, কস্মিনকালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারি কি বিষয়রক্ষক কি যে কেহ হোক, ইহার দাবি দাওয়া করি কিম্বা করেন, সে নামঞ্জুর এবং বাতিল। এতদর্থে আপন খুসিতে সুস্থ-শরীরে তোমাকে এই বিক্রয় নামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২ ৭৪ সাল তারিখ ১৯ মাঘ। ইসাদী

বিজ। তুমি কি লিখলে আমিত লেখাপড়া জানিনে। মোদো আমার ভাইকে দেখিয়ে আসুগ। মোদোর (প্রতি) মোদো এই কাগজ খানা আমার দাদাকে দেখিয়ে আন দেখি। (মোদোর হস্তে কাগজ প্রদান)

[মোদোর প্রস্থান।

কলি। এখন সন্দেশ খাও, আমি বোল্‌তে পারি এ আর মোদো এঁটো করে নি। ও আর তো নির্ব্বোধ নয়, যে তোমাকে এঁটো খাওয়াবে।

বিজ। মোদো আসুক না? কি লিখেচো আগে শুনি।

কলি। তোমার দিব্বি ক'রে ব'লচি, যা পড়েচি, তাই লিখেচি। তুমি সন্দেশ খাও, আমি যে যত্ন ক'রে এনেচি তা সার্থক হোক্। (হাতে ক'রে দুটো সন্দেশ খাইয়ে, আর একটা খাওয়াতে খাওয়াতে) মাকে চাট্‌টে সন্দেশ দিয়ে আসি।

বিজ। (মুখ হইতে সন্দেশ ফেলে দিয়ে) এই বুঝি আমার তরে সন্দেশ এনেচ? এ শুয়োরের "গু" তবে এখানে আন্‌তে কে ব'ল্‌লে?

কলি। ঘাট হয়েচে, 'গু' খেয়েচি, ও কথা আর কখন মুখে আন্‌বো না। আমি তোমার তরে সন্দেশ এনেচি। যে না খাবে, সে আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখ্‌বে। (পুনঃ সন্দেশ লইয়া খাওয়ান)।

(রাধামণির প্রবেশ।)

রাধা। বাবা! তুমি যে দুখানি কাপড় দিয়েছিলে, সে এই পূজো এলে বচর ফেরে, এই দেখ বাবা এতে আর বস্তু নাই। ন্যাক্‌ড়া গুচিয়ে আর লোকের সাক্ষাতে বেরুতে পারিনে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আজ বৌমাকে বোল্‌তে, উনি আমাকে হাড়ির তেরস্কার ক'রেচেন।

বিজ। মাগীর ঢং দেখ্‌লে আমার গাটা ন্যাকার ন্যাকার করে। ন্যাক্‌ড়া গুচুনো কেমন এক দশা। পুঁটুলী বেঁধে কাপড় রেখে, লোকের সাক্ষাতে সং সেজে ভেক দেখাতে কি একটু লজ্জা করে না? ম'লে বুঝি কাপড়

গুলো সঙ্গে ক'রে নে যাবে ? আজ ঠান্‌দিদী আস্‌তে আর একবার এমনি ভেক ক'রে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। (ক্ষণেক পরে) দেখ, মাগী আমার হিংসাতেই মরেন। তুমি যে আমাকে রকম রকম যোড়া যোড়া কাপড় এনে দাও, তাতে মাগীর যেন বুক চড়চড় করে, ওর যেন কত ভাতারের ধন তুমি আমাকে দিচ্চ।

রাধা। বাছা! শোন্‌রে।

বিজ। শুন্‌বে কি? তোমার গুণ আর ত জান্‌তে বাকি নাই। তোমার তরে লোকালয়ে আমাদের মান সম্ভ্রম সকলী গ্যাচে। তুমি না ম'লে আর আমাদের হাড়ে বাতাস লাগ্‌চে না।

রাধা। পোড়া মৃত্যুই যদি হবে, তবে আর এত অপমান কে সইবে মা? ইচ্ছে করে জলে ডুব দিয়ে মরি, কি নিউদ্দেশ হয়ে কোথাও গিয়ে দ্বোরে দ্বোরে ভিক্ষে মেগে খাই।

বিজ। আমরা বাঁচি তা হলে। দড়ী কল্‌সী কি কিনে দোব? এক্‌কালে যাও না।

রাধা। বাবা শোন্‌রে।

কলি। শুন্‌চি তো। তা ওর তো কোন দোষ দেখ্‌তে পাচ্চিনে? তোমারই ত' খুব অন্যায় দেখ্‌চি? যেমন হোক লোকালয়ে আমার মান সম্ভ্রম আছে, তুমি লোকের কাছে গ্লানী কোল্লে ও সে কেমন ক'রে বরদাস্ত কোত্তে পারে? তুমি নির্ব্বোধ; ও আর ত আমার নির্ব্বোধ নয়।

রাধা। বাবা! তুমি সিদ্ধুঠাকুরপোর মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা কর, আমি কোন কথা কইনে।

কলি। আরে মর! মোদো ব্যাটা তামাক দে গ্যাল না। (কোল্‌কেটা নিয়ে রাধামণির প্রতি) একটু আগুন আন দেখি!

[কোল্‌কে সহ রাধামণির প্রস্থান।

বিজ। মাগীর যত বয়েস হচ্চে, বুদ্ধি সুদ্ধি তত যেন লোপ পাচ্চে। আর এমন বয়েসই বা কি? অথর্ব্ব তো হন-নি। ওঁর বইসি গিন্নি বান্নিরা সংসারের কত কর্ম্ম কাজ কোচ্চে। উনি তেমন হলে আমাদের কি আর চাকর চাকরাণী রাখ্‌তে হয়? কত্তার কুটোটী নাড়্‌বেন না? কেবল বাকড় ভোরে খেতে আছেন।

(রাধামণি কল্কেতে "ফু" দিতে দিতে প্রবেশ।)

রাধা। বাবা! তুমি বরঞ্চ সিদ্ধু ঠাকুরপোর মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা কর, আমি কোন কথা কইনে।

কলি। তোমার আমি ত সব জানি, আমার আর ত কিছু জান্‌তে বাকি নাই; আর সিদের মাকে ডাক্‌তে হবে কেন? আচ্ছা, তোমাদের যদি বনিবনাও না হয়, তবে তুমি কেন দশ হাত তফাতে গিয়ে থাক না। কুঁদুল কচ্‌কচিতে সংসারের ভদ্রস্থ হয় না। তোমার মেয়ে আছে, জামাই আছে, সেখানে গে ত অনায়াসেই থাতে প্পারো। তারা খেতে পোত্তে না

দ্যায়, আচ্ছা আমি তোমাকে সেখানে খোরাকি দু—টাকা, আর বচরে দু—খানা কাপড় পাঠিয়ে দিব।

বিজ। এখনি পাঠিয়ে দাও, তা না হলে আমি আজ আর জলস্পর্শ কোরব না। আমি বারানশী চিনেপূত কাপড় গুলো আটপৌরে পরি বোলে, মাগী যেন দম আট্‌কে মরে। চোখে দেখ্‌তে পারে না ব'লে বলে কি, "ও বৌমা! এ গুলো আটপৌরে পোরে পোরে ছিড়্‌চিশ কেন?" ওর গুণ আর কত ব'লব, হাঁড়ীতে ভাল মাচ রেঁদে রাখ্‌বার যো নাই।

কলি। (রাধামণির প্রতি) ওগো! তোমার আর এখানে থাকা হবে না। মোদো আসুক আজই তোমাকে তোমার মেয়ের বাড়ীতে রেখে আস্‌বে।

রাধা। জামাইয়ের বাড়ী গিয়ে থাক্‌বোনা বাবা? তা হলে লোকে তোমার নিন্দে কোর্‌বে।

কলি। সে আমার নিন্দে হবে? তোমার তাতে ক্ষতি কি?

(মোদোর প্রবেশ।)

বিজ। মোদো! দাদা কি বল্লেন র‍্যা।

মোদো। সব ঠিক হয়েচে বল্লেন, কেবল কটা স্বাক্ষি বসাতে হবে।

কলি। তা কাল সকালে কোরে দেওয়া যাবে।

বিজ। সে আবার কি? স্বাক্ষী আজই কোরে দিতে হবে?

কলি। রাত্তির হয়েচে, এখন আর কে আস্‌বে। আচ্ছা

তোমার মোদোতো আছে, ঐ এক জন ভ্যারবেল স্বাক্ষি রইলো। (মোদোর প্রতি) মোদো ! আমি তোর মার কাছে টাকা ধাস্তেম, তার বদলে আমার এই বাড়ী খানা তোর মাকে আজ লিখে দিলেম। এতে আর আমার কোন স্বত্ত্ব রইলো না।

মোদো। (স্বগত) তোমার শরীরেই কোন স্বত্ত্ব নাই, তা বাড়ীতে থাক্‌বে।

বিজ। মোদো শুন্‌লী ?

মোদো। খুব শুনেচি। (স্বগত) এই বারেই উচ্ছন্ন গেলেন আর কি ? জগঝম্প বাবুও এই রকম সব মাগ্‌কে লিখে দিয়েছিল, শেষে ছেলে না হতে আর একটী বিয়ে কোত্তে মাগ রাগ কোরে বাপেরবাড়ী চোলে গ্যালো। সেখানে তার বিয়ারাম হ'তে সে ভাইকে সব বিষয়াদি দানপত্রের দ্বারা লিখে দিয়ে মরে গ্যালো। শেষে জগঝম্পবাবুর শ্যালা বাড়ী দখল কোত্তে এলো, তখন আর মুস্কিলের সীমা নাই। একটা পয়সাও হাতে ছিল না। শেষে দশজন ভদ্র লোককে ধোরে, শালার পায়ে পোড়ে বাড়িখানি ভিক্ষা মেগে নিয়েছিল। মাগমুখোরা দেখে শুনেও তো শিখে না।

বিজ। মোদো ! আর একটা কর্ম্ম কর দেখি ? এ মাগীকে ওর মেয়ের বাড়ী রেখে আস্‌গে।

রাধা। (কলিরকাপের প্রতি) বাবা ! আমি মেয়ের বাড়ী যাব না।

কলি। তা না গ্যালে চোল্‌বে কেন? তোমার এ রোজ রোজ কিচ্‌কিচি আমি আর বরদাস্ত কোত্তে পারিনে। (মোদোর প্রতি) মোদো! ওঁকে রেখে আস্‌গে।

মোদো। (স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! দিদিমার ভাগ্যেও এত ছিল। (প্রকাশ্যে) দিদি-মা! আসুন তবে।

রাধা। মধু! আমি সেখানে যাব না। আমি আমার আপনার ঘরে চল্লেম।

বিজ। আর আপনার ঘর বোল্‌তে হবে না। এখন তোমার কোন বাবার ঘরে যেতে চাচ্চ। (মোদোর প্রতি) মোদো! ও মাগী সহজে যাবেনা দেখ্‌চি? হাত ধোরে টেনে নিয়ে যা।

রাধা। (কলিকাপের প্রতি) বাবা! তুমি কি কিছু বোলবে না?

কলি। আমি আর কি বোলবো? এখন আমার আরতো কোন হাত নাই। ও আমাকে যতক্ষণ খেতে দেবে ততক্ষণ আমি একমুটো খেতে পাব?

বিজ। মোদো! মাগীকে টেনে নেযানা? এখন ডাঁড়িয়ে কি ভাবচিস্‌? মর ব্যাটা? আমার কথা যেন গ্রাহ্য হোচ্চে না। মাগীকে ঝঁ্যাটা না মাল্লে আর বুঝি যাবে না।

মোদো। (রাধামণির হাত ধরিয়া) দিদিমা! চলুন, আর কেন?

রাধা। (কলিকাপের প্রতি ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা! আমি রাত্রে চোকেদেখ্‌তে পাইনে,পথে কোথাপোড়ে মোর্‌বো, আমাকে কাল সকালে পাঠিয়ে দিও।

বিজ। আমার বাড়ীতে আর তোমাকে থাক্‌তে দোবো না, তুমি গ্যালে তবে আমি জলস্পর্শ কোর্‌বো। লক্ষ্মী মা আমার, এখন ভালয় ভালয় বেরোও, আমার ভারি তেষ্টা পেয়েচে একটু জল খেয়ে বাঁচি।

কলি। মোদো! তবে আর দেরি করিস্‌নেরে, মাকে শিগ্‌গির নিয়ে যা। একাল পর্য্যন্ত তোর মায়ের ক্ষিদে কি তেষ্টা পেয়েছে বোল্‌তে আমি শুনিনে। বোধ করি আজ ভারি তেষ্টা পেয়েচে।

মোদো। (স্বগত) দিদিমা আমাকে যে ভাল বাসেন, কেমন কোরে হাতে ধোরে টেনে নে যাই। কি বোল্‌বো বাবুর চাক্‌রি কচ্চি, তা না হলে কেমন বাবু আজ দেখ্‌তেম। (রাধামণির হস্ত ধরিয়া) দিদিমা! চলুন, আর এখানে কেন?

কি হলো বিষাদে প্রাণ বাঁচে না।
দিদিমা যে ভালবাসে মা তেমন বাসে না॥
দুটী নেত্রে বারি ঝরে, কি কোরে তাঁর করে ধোরে,
নেযাই বাটীর বাহির কোরে, দুঃখ মনে ভাবে না।
জন্মি যার গর্ভাগারে, বাবু হলেন এ সংসারে,
কি দুঃখ দিলেন তাঁরে, ধর্ম্মে এতো সবে না॥

রাধা। ওগো আমার ভাগ্যে কি এই ছিল, আমি ব্যাটার মা হয়ে বোয়ের ঝ্যাটা খেয়ে বিদায় হচ্চি। হায় হায়! কলিরকাপের মনেও কি এই ছিল, আমি

যে ন্যাকড়া পোরে, কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোন দিন ভাতেহাতে, কোন দিন নিরম্ব, কোম দিন কেবল একটু জল খেয়ে, প্রাণ ধোরে আছি, কিন্তু কলির-কাপের মুখ দেখ্‌লে আমার যে এ সকল দুঃখ আর মনের মধ্যে থাকে না। হায়! কলীরকাপ কি আমার মুখের দিকেও চেয়ে দেখ্‌লে না। সে কি ধর্ম্মের দিকে ফিরে চাইলে না? মায়া কি একেবারে তার শরীর পরিত্যাগ কোরে গ্যাচে। এমন রাক্ষসী বৌকেও ঘরে এনেছিলেম, সে তার বিদ্যা বুদ্ধিকে বাকড়ে ভরেচে।

বিজ। আমর মাগি? চেঁচাচ্চিস্‌ কেন? কানে তালা ধরিয়ে দিলে। বেরনা এখন। মোদো! আবাগীকে কুলোর বাতাস দিয়ে কুলো বাজাতে২ নিয়ে যা।

মোদো। (হস্ত ধরিয়া) দিদিমা আসুন।

[রাধামণি ও মোদোর প্রস্থান।

বিজ। (কলিরকাপের প্রতি) আর আলক্ষ্মী মাগীকে ঘর ঢুকিও না? এইবার দেখ তোমার সোণার সংসার হবে। মাগীর অপয়ে সংসারটা যেন ডুবে যাচ্ছিল। মোদোর আস্‌তে দেরি হবে, কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধোবে চল, আমি এখন জলটল সব দিব।

[বিজয়কালী ও কলিকাপের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

——oo——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(কলিরকাপের অন্তঃপুর।)

(কলিরকাপ ও বিজয়কালী আসীনা।)

কলি। ঠান্‌দিদি যে আস্‌চি ব'লে গ্যালেন, বোধ করি আজ আর এলেন না।

বিজ। এখন এলেও আস্‌তে পারেন, রাত্তির তো অধিক হয়নি।

(সিদুর মাতার প্রবেশ।)

বিজ। এই যে মেঘ চাইতেই জল। ঠান্‌দিদি? তুমি ভাই অনেক দিন বাঁচবে। এই তোমার নাম করেছি।

সি-মা। আর বাঁচ্‌তে বোলোনা দিদি? এখন সিদুকে রেখে শিগ্‌গির শিগ্‌গির যাতে যাই তাই বল।

বিজ। বালাই! এখন ও কথা বোলো না। সিদুর বিয়ে দাও, বোয়ের একটী ছেলে হোক, (একখানা রেকাবিতে আট্টা সন্দেশ দিয়ে) ঠান্‌দিদি! একটু জল খেতে হবে ভাই।

সি-মা। নাত্‌বৌ! তুমি কবে না খাওয়াচ্চ ভাই? আশীর্ব্বাদ করি, নাতী আমার রাজা হোক, তোমার একটী ছেলে হোক, আমরা যেন এম্নি কোরে এসে তাতে বোসে বোসে সন্দেশ খাই।

বিজ। তাই আশীর্ব্বাদ করুন। এখন আপনি জল খান।

সি-মা। নাত্‌বৌ এ সন্দেস কটী আমি আর খাব না। সিদুর তরে নিয়ে যাই। (আঁচলে সন্দেশ বন্ধন।)

বিজ। আপনি ও খান্না? আমি শ্বশুরকে আলাদা দোব এখন।

সি-মা। আজ জল খেয়ে এসেচি, এখন আর খেতে পার্‌বো না ভাই?

বিজ। (অপর চাট্টে সন্দেশ লইয়া) তবে শ্বশুরের তরে এই চাট্টে সন্দেশ নিন্। ও সন্দেশ কিন্তু আপনি খাবেন। (সন্দেশ প্রদান)——

সি-মা। (আঁচলের গেরো খুলে সন্দেশ লইয়া পুনঃ বন্ধন)

কলি। ঠান্‌দিদি! তোমার নাত্‌বৌ খুব দাতা। ওর পুণ্যেতে আমার সংসার। ওর গুণের কথা আমি এক মুখে বোল্‌তে পারিনে। আমার শাশুড়ীকে মাঝে মাঝে কাপড় কিনে দিচ্চেই; যে দিনকার যে খাবার জিনিষ তা না দিলেই নয়। আপনি সাতনর গড়ালে, ওর ভেয়ের স্ত্রীকেও ঠিক তেম্নি সাতনর গড়ীয়ে দিলে। ওকে আমি এক যোড়া বারাণসী কাপড় কিনে দিলেম, ও তার একখানা আপনার ভাজকে দিলে। আর আমার কাপড় চোপড় মাঝে মাঝে ওর ভাইকে দিচ্চেই। এ সওয়ায় কত জিনিসপত্র ও টাকা দিয়ে তাদের সংসারের সুসার কোচ্চে।

সি-মা। ওর মনও যেমন, ভগবান তেম্নি ভালও কোচ্চেন। মনের মতন পতিও পেয়েছে। (স্বগত) লোকে

কথায় বলে "রাজা অন্দরেধন বিলচ্চেন" আপনার ভাই ভাজ যাকে দিচ্চে, এর আবার কথা ? এমন ভ্যাড়াত আর কখন দেখিনে ?

কলি। ঠান্‌দিদি! ওর গুণে আমি ওকে ভারি ভালবাসি। ও যদি একটু মুখ ভারি কোরে বোসে থাকে আমার বুকের ভেতর যে কি কোত্তে থাকে তা আর বোলতে পারিনে।

সি-মা। ভাই! এক হাতে আর তালি বাজে না, তুমি ওকে যেমন ভালবাস, ওও তোমাকে তেম্নি ভালবাসে। তোমার যে দিন আফিস থেকে আস্‌তে একটু দেরি হয়, ওর ভাবনার সীমা থাকে না।

কলি। ঠান্‌দিদি! আমার শরীরে আরত কোন বদচাল নাই। আমি মদ খাইনে, যারা নরাধম তারাই মদ খেয়ে লোক ঢলাঢলি করে। আমি কুসঙ্গে বেড়াইনে যারা নিন্দুক মনুষ্য তারাই কুসঙ্গে থাকে পাছে কুসঙ্গ যোটে তার জন্যে আমি বৈঠকখানায় বসা ভুলে দিয়েচি। আমি বেশ্যালয়ে যাইনে। যারা বাউত্রে, তারাই খান্‌কির বাড়ী গিয়ে টাকা নষ্ট করে। ঠান্‌দিদি! তোমাকে বোলতে কি ? তুমি কিছু কারো সাক্ষাতে বোলতে যাবে না। আমি আপিশ থেকে আসবার সময় রাস্তার ধারে বারেণ্ডায় খান্‌কি বেটীরে যেমন কোরে সেজে বোসে থাকে দেখি, ঘরে এসে তোমার নাত্‌বৌকে ঠিক তেম্নি কোরে সাজাই।

সি-মা। সেইতো ভাল ভাই, বাইরে টাকা নষ্ট করায় কি দরকার আছে। ঘরে সেই রকম আমোদ আহ্লাদ কোল্লেই তো হোলো।

কলি। ঠান্‌দিদি! এক দিন ফিরোজা, বাইআনা পোষাক পোরে বারেণ্ডায় বোসে বিয়ারাকে একছিলিম তামাক দিতে বোল্‌তে, বিয়ারা যেমন কোরে এসে তামাক সেজে দিলে, ফিরোজা যেমন ক'রে তামাক খেতে লাগলো। আমি ঘরে এসে বিয়ারা সেজে তোমার নাতবৌকে ফিরজা বাই সাজিয়ে ঠিক তেম্‌নি কোরে তামাক সেজে দিয়েছি।

সি-মা। কই ভাই, আমাকে একবার সেটা দেখাও না?

কলি। আপনি তবে বসুন, আমরা ও ঘর থেকে সেজে আসি।

[কলীরকাপ ও বিজয়কালীর প্রস্থান।

(অপর দিকে মোদোর প্রবেশ।)

মোদো। আজ, দিদিমার কথা শুনেছেন কি?

সি-মা। না! কি হয়েছে?

মোদো। আজ যে তাঁকে বাড়ী থেকে বিদায় কল্লেন?

সি-মা। বলিস কিরে! কি সর্ব্বনাশ! মাকে একমুটো ভাত দিলে না। মধু! তিনি কোথা গ্যালেন তবে র‍্যা?

মোদো। তাঁর মেয়ের বাড়ী তাঁকে রাখতে গেছলেম। তাঁর জামাই বরেন্দ্র বাবু, আমাদের বাবুর কথা বার্ত্তা

শুনে অবাক হ'য়ে রইলেন। পিশি মা দিদিমার দুর্গতি দেখে কাঁদ্‌তে লাগলেন। দিদি মা যত দিন বেঁচে থাকবেন, পিশিমা আর তাঁকে এ বাড়ীতে আস্‌তে দেবেন না। যাহোক দিদিমার কিন্তু এক রকম ভাল হ'লো বোলতে হবে।

সি-মা। মধু! কলীরকাপ লোকালয়ে মুখ দেখাবে কেমন কোরে র্‍যা।

মোদো। সে কথা আর কেন বলেন, উনি ত লোক লৌকিকতা কিছুই মানেন না। এক স্ত্রীকেই জীবনের সার্থক জেনেচেন। (চাদ্দিক দেখে) মা আজ বাবুকে যে ভ্যাড়া সাজাবেন, তা বরেন্দ্র বাবুকে বলেচি। তিনি আজ তা দেখতে এসেচেন, আড়ালে লুকিয়ে আছেন। যাতে ভ্যাড়া সাজান হয় এটী কোরো বাবু।

সি-মা। বরেন্দ্র একলা এসেছে, না সঙ্গে আর কেউ আছে?

মোদো। (চাদ্দিক দেখে) পিশিমাও দিদিমাও এসেছেন। বরেন্দ্র বাবুর মতন এমন লোক আর দেখিনে। আমি দিদিমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছলেম ব'লে আমাকে দশ টাকা বোকশিষ দিয়েচেন। আর আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে রাখবেন।

সি-মা। তবে তুই আর এখানে থাক্‌বিনে?

মোদো। (চাদ্দিক দেখে) এখানে কি থাক্‌তে আছে গা? এর যে ভাত খায় তারো মহাপাতক হয়। মা! যাঁর বাড়া আর কেউ নাই, যার জন্যে সৃষ্টি দেখলে,

তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। বরেন্দ্র বাবু কত লোককে ভাত দিচ্চেন। মাসী, পিশি, মামাতো পিশ্‌তুতো ভাই, আর আর কত লোক রয়েচে। মানুষই লক্ষ্মী ; বাড়ীটীতে ঢুক্‌লে যেন মা লক্ষ্মী বিরাজ কচ্চেন এমনি বোধ হয়। কত লোক আসচ্চে, কত লোক যাচ্চে। বরেন্দ্র বাবু কত ক'রে তবে লুকিয়ে বেরিয়ে এসেছেন! যাহোক আজ যেন বাবুকে ভ্যাড়া সাজান হয়।

সি-মা। ভ্যাড়া ত সেজেই আছে, তবে বাড়ার ভাগ কেবল একটা ভ্যাড়ার ছাল উপরে দেওয়া। তা যেমন কোরে পারি সাজাব। সম্প্রতি কি রঙ্গ করে, তাঁদের দেখতে বোলগে। দুটোতে কি সাজতে গ্যাচে।

মোদো। তবে আমি চল্লেম।

[মোদোর প্রস্থান।

কলীরকাপ ও বিজয়কালীর প্রবেশ।

(বিজয়কালী বাইজীর পোষাক পোরে মাথায় উড়না দিয়ে কেদারায় উপবেশন।)

বিজ। (কলীরকাপের প্রতি) শিউরৎ! একঠো চিলাম্‌ ভরকে লাও।

কলি। (নেপথ্য হইতে) আঁমে বাইজি!

সি-মা। বড় মন্দ নয়। বেশ বাইজী সেজেচিশ।

(কলীরকাপ তামাক সেজে কোল্কেতে "ফুঁ" দিতে দিতে প্রবেশ।)

কলি। মাথার কাপড় খুলে বোস না? ঠান্‌দিদির কাছে

লজ্জা কি? (মাথার কাপড় খুলে দিয়ে) তামাক খাও দেখি? ঠানদিদির দেখে তাক লেগে যাক।

(বিজয়কালীর তামাক খাওয়া)।

সি-মা। বা নাতবৌ বেশ যে তামাক খেতে শিখেচিস?

কলি। ঠান্‌দিদি! সুদ্ধু তামাক খাওয়া কি? আবার কেমন কথা কয় দেখুন। (বিজয়কালীর প্রতি) বাইজি! হামরা মুল্লুক সে খবর আয়া, মেরা জরুকো বেমার হুয়া, ইসিবাস্তে হাম ছোটী মাংতা।

বিজ। তব্ হামরা নওকরি কোন্ করেগা।

কলি। আপকো হুকুম হোনেসে বদ্‌লি লামে।

বিজ। ও আদ্‌মি আচ্ছা কাম কর্‌নে সাকেগা।

কলি। ও বি মজবুত আদ্‌মি হায়, ওন্‌কো কুচ শেকলানে হোগা নেই।

বিজ। ঘরমে তোম্‌হারা কেৎনা রোজ দের হোগা।

কলি। বহুত রোজ হোগা নেই, এক মাহিনা বিচমে আমেঙ্গে।

বিজ। খবরদার! এক মাহিনা বিচ্‌মে আনা চাহিয়ে। নেইতো দোশ্‌রা আদ্‌মি ভর্ত্তি করেঙ্গে।

কলি। নেহি (ক্ষণেক পরে যোড়হস্ত করিয়া) মেরা তলব।

বিজ। কব্ যাওগে।

কলি। আবি রওনা হোনে মাংতে।

বিজ। ইএ বড়া মুস্কিল! আবিতো হামারা হাতমে রোপেয়া কৌড়ী কুচ হায় নেই। কাল রাতকো মিলেগা।

কলি। (যোড়হাত করিয়া) হামকো জরুর যানা লিখা, মেহের-বানি করকে গোলামকো আজ ছুটী দিজে বাইজি।

বিজ। আচ্ছা! মেরা ফুফিকো বোলাও।

কলি। (সিদ্ধুর মাতার প্রতি) ঠান্‌দিদি! আপ্‌নি একবার ফুফি হয়ে দাঁড়ান্।

সি-মা। আম্মিত ভাই তোমাদের মতন অমন কোরে কথা কইতে পার্‌ব না?

কলি। আপ্‌নি একবার কেবল উঠে দাঁড়ান না? আমি আপনার পেছন থেকে ফুফির কথা কচ্চি।

(সিদ্ধুর মাতা দণ্ডায়মানা।)

বিজ। ফুফি! শিউরৎকো জরু বড়া বেমারি হ্যায়, ও ঘর জানে মাংতা।

কলি। (সিদ্ধুর মাতার পশ্চাৎ হইতে) হামসে উও শুনা হ্যায়। (সত্বরে কিঞ্চিৎ অন্তরে গমন)

বিজ। আবি ওনকো তলব দেনে হোগা, হামারা পাশ পয়সা কৌড়ী কুচ হ্যায় নেই। ইয়ে! হামারা পেশয়াজ লেকে বন্দক রাখকো থোড়া রোপেয়া লেয়াও।

কলি। (সিদ্ধুর মাতার পশ্চাতে যাইয়া) মজুরা আনেসে পেশয়াজ কাহা মিলেগা। (সত্বরে অন্তরে গমন)

বিজ। মজুরা কো আগাড়ি বায়না মিলেগা। তব্‌ কুচ হরকত হোগা নেই।

কলি। (সিদ্ধুর মাতার পশ্চাৎ হইতে) বহুত আচ্ছা। (বলিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান।)

বিজ। শিউরত! দোশরা চিলাম দেও।

কলি। যো হুকুম।

[কলীর কাপের কোল্‌কে লয়ে প্রস্থান।

সি-মা। নাতবৌ! খুব মজায় আছিস, ভগবান চিরকাল তোমায় এমনি সুখে রাখুন।

বিজ। আশীর্ব্বাদ করুন। ঠান্‌দিদি! আজ এ কি দেখচেন্‌ আমরা যে কত মজা করি, তা আর কি বোল্‌বো।

সি-মা। নাত্‌বৌ! আজ যে বড় তোর ঠাক্‌রুণের সাড়া শব্দ পাচ্চিনে?

বিজ। ঠান্‌দিদি! তোমাকে বোলতে মনে নাই ভাই। আজ মাগীকে ভিটে ছাড়া কোরেচি। এতক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌লে চিচ্‌কারে কানে তালা ধরিয়ে দিত।

সি-মা। তবে আজ তো তোমার গেরো কেটে গেলো।

বিজ। তা আর একবার বোল্‌চেন।

সি-মা। (স্বগত) মুখে আগুন তোমার। এ কথা বোলতে আর একটু আটকালো না? এমন "ভ্যাড়াকান্ত" ভাতার ও আর দেখিনে।

বিজ। ঠান্‌দিদি! আমি তোমার নাতীকে যা বোলবো তা না শুনলে তার কি আর রক্ষা আছে?

সি-মা। নাৎবৌ! আজ কিন্তু ভাই তোর কত্তাকে ভ্যাড়া সাজিয়ে দেখাতে হবে; তবে জান্‌বো ভালবাসা।

বিজ। এই সাজাই আরকি? সে সময়টা তুমি ভাই বাইরে থেকো। এখন যেটা হোচ্চে সেইটে দেখ।

(কলীরকাপের তামাক সেজে প্রবেশ।)

কলি। (তামাক দিয়ে) বাইজি! এক বাবু দরজামে খাড়া হ্যায়, উপর আনে মাংতা।

[বিজয়কালীর সসব্যস্তে প্রস্থান।

বিজ। (নেপথ্য হইতে) শিউরৎ! হিঁয়া পান্‌কি বাট্টা আর চিলাম একঠো লাও।

[কলীরকাপের সসব্যস্তে পানের বাটা ও চিলাম লইয়া প্রস্থান।

সি-মা। (স্বগত) ভাল ভ্যাড়া বানিয়েচে, এটা মাগ মাগ কোরে একবারে পাগল হ'য়ে গেছে। জগদীশ্বরের বিশ্বসংসারে যে কত রকম জানোয়ার আছে, তার সংখ্যা নাই। তার মধ্যে মাগমুখো এও এক রকম দুপেয়ে জন্তু। মান্‌ষে আর মানুষ বলে না? আর মানুষ হওয়া বড় সহজ কথা নয়? মনে মনে আপনাআপনি আমি এক জন মস্ত লোক এ আজ কাল অনেকেই বোধ করে; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেককেই জানোয়ার বোলে বোধ হয়। কেও মাগমুখো হয়ে বুড়ো মা বাপকে অন্ন দিচ্চে না। কেও বার মুখো হয়ে লোক লজ্জার মাথা খাচ্চে। কেউ মাতাল হয়ে নদ্দামায় পোড়ে মোচ্চে। কেউ ধনের লোভে বিশ্বাসঘাতক হোচ্চে। কেউ গণ্ডা-পাঁচ ছয় বিবাহ কোরে পাপের মহোৎসব কোচ্চে। কেউ বাইরে বকাধার্ম্মিকের মতন, লোক দেখিয়ে

ভিতরে ভিতরে যে কুকর্ম্ম না কোচ্চে, এমন কর্ম্মই নাই? শতেকের মধ্যে একটা মানুষ খুজে পাওয়া যায় না। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া চারিদিক দেখে) আমর! রাত্তির হোতে লাগলো যে? এখন আস্‌চে না কেন?

(বিজয়কালী ও কলীরকাপের প্রবেশ।)

বিজ। ফুফি! আওর পেশোয়াজ বন্দক নেহি দেনে হোগা। রোপেয়া মিলা হ্যায়। কলুটোলাকি মোট্টা বাবু, যেস্‌কা পেট ঢাকাই জ্বালাকি মাফিক হ্যায়, ও বরষ যেস্‌কা বাড়ীমে এক বার মজুরা হোগয়া। আবি ও বাবু আয়া থা, পরশু ওস্কা বাড়ীমে সাদী হোগা, আজ পঁচিশ রোপেয়া বায়না দে গিয়া।

কলি। ঠান্‌দিদি! কেমন মজা।

সি-মা। তোমাদের পেটে ভাই এতও আছে? স্বপ্নেও তা জানতেম না?

কলি। ঠান্‌দিদি! আমার আরতো কোন সক নাই, তোমার নাৎবৌই আমার সব।

সি-মা। এই ত ভাল ভাই, তুমিই বুঝেছ ভাল; এ কি সকলে বুঝ্‌তে পারে?

কলি। ঠান্‌দিদি! ওকে যে আমি কি ভালবাসি, তা আর বোল্‌তে পারিনে। আর ওকে নিয়ে আমি যে সক না মেটাই এমন সকই নাই। বিবিয়ানা, বাই-য়ানা, ইহুদীআনা, ওর সব রকম পোশাক ক'রে

দিয়েচি। যে দিন আমার যে রকম দেখতে ইচ্ছা হয়, তাই সাজ্‌তে বলি। বিশ পঁচিশ যোড়া ওর জুতোই কিনে দিয়েচি; আপনার ঘরের ভিতর যা করি, কে তা দেখ্‌তে আসে ভাই? তোমার সঙ্গে ভারি খোলাখুলি বোলে, তাই আজ সব খুল্লেম। ঠান্‌দিদি! আর একটা গোপনীয় কথা তোমার সাক্ষাতে বোল্‌চি, দেখো, কারেও বলো না। ও দৈবাৎ যদি বাপের বাড়ী কি অন্য কোথাও যায়, ওর পায়ের এক যোড়া জুতো নিয়ে আমি বুকে কোরে শুয়ে থাকি। তাতেও আমার মন খুব ঠাণ্ডা থাকে।

সি-মা। মিছে বোক্‌চ কেন ভাই? তুমি এমন হলে নাৎ-বৌয়ের আর ভাবনা ছিল না।

কলি। ঠান্‌দিদি! আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হ'ল না। তবে দেখাই। (বিজয়কালীর প্রতি) একবার তোমার পায়ের জুতো যোড়াটা দাওত। (বলিয়া জুতো লইয়া হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক সিদ্ধুর মাতার প্রতি) ঠান্‌দিদি! এতে যে আমি কি সুখী হচ্চি, তা আর বোলে জানাতে পারিনে।

সি-মা। (স্বগত) কি আপদ! এটা মাগ মাগ কোরে এক-কালে বদ্ধ পাগল হয়ে গ্যাচে?

কলি। ঠান্‌দিদি! আমি ওর কেনা গোলাম, আমি ওর চাকর, ও আমার মনিব, ও আমার গুরু, ও আমার ইষ্টদেবতা, ও আমার সাধনের ধন। কত তপস্যা ক'রে যে ওকে আমি পেয়েচি, তা বোলতে পারিনে।

ঠান্‌দিদি! আমি এখন আর ইষ্ট মন্ত্র জপ করিনে, সে সব ছেড়ে দিয়েচি। এখন দিবারাত্তির কেবল তোমার নাৎবৌই আমার ভাবনা হোয়েচে।

বিজ। দেখো, ভেবে ভেবে যেন পাগল হয়ে যেও না।

কলি। ঠান্‌দিদি! ওত এক কথা যা মুখে এলো তাই বোল্লে, আমার যা হয় তা আমিই জানি। বুঝেচো।

সি-মা। তার আর ভুল কি আছে, ওকি একটা কম মেয়েমানুষ; শাপভ্রষ্টা জন্মেছে।

কলি। ঠান্‌দিদি। যদি বোল্লে তবে বলি, আমার চকে আমি এমন আর দেখিনে। ওর কোন অঙ্গটী আমি ত আর নিন্দের দেখিনে।

সি-মা। নাতি! বোল্‌তে কি? তুমি কিছু মনে ক'রনা ভাই? অমন মাগ যদি অপর কেউ পেতো, সে তার চন্নামেত্ত খেতো।

কলি। (ক্ষণেক হাস্য করিয়া) (স্বগত) ঠান্‌দিদি মনে করেচেন আমি খাইনে। আমার চেয়ে মাগকে ভাল বাস্‌তে এমন আর কোন্ ব্যাটা আছে। আমি যদি মেগের চন্নামেত্ত না খাব, তবে আর খাবে কে? (প্রকাশ্যে) ঠান্‌দিদি! চন্নামেত্ত খাই কি না একবার আপনার নাৎবৌকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না? আর জিজ্ঞাসা কোরেই বা কাজ কি? এখনি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্চি। (নেপথ্যাভিমুখে) মোদো! মোদো!

মোদো। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞা যাই।

কলি। ওরে একটু পাৎকোর জল আন্‌তো।

মোদো। (এক গেলাস জল সহ প্রবেশ করিতে করিতে) (স্বগত) "মোদো মোদো" আর আজকের দিন্‌টে, যাবার সময় যা হোক আজ একটা রকম সকম কোরে যেতে হবে। দিদি-মা আমাকে যে ভাল-বাসেন, আজ তাঁর যে দুর্দ্দশা দেখা গ্যাচে, তা মনে হলে আর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না।

(মোদোর প্রবেশ।)

কলি। চোলে আয় ব্যাটা। (গেলাস হইতে এক গণ্ডুষ জল লইয়া) (মোদোর প্রতি) মর ব্যাটা তুই আর এখানে কেন?

মোদো। আজ্ঞে আমি রইলেম বা? আমিত আর কারো সাক্ষাতে বোল্‌তে যাব না? "নেমকের চাকর, আর কুকুর।"

কলি। দেখিস ব্যাটা? আর বল্লিত বয়েই গ্যালো। আমি ত আর অসৎ কর্ম্ম কচ্চিনে। (বিজয়কালীর প্রতি) একবার চরণটী ডুবিয়ে দাও।

বিজ। (চরাণাম্বৃত দিয়ে) ঠান্‌দিদি! এ আর আমাদের নূতন নয়? তুমি কিন্তু ভাই কারো সাক্ষাতে বলো না।

মোদো। (স্বগত) আজ তোমার হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙ্গা হোচ্চে। বরেন্দ্র বাবু সব দেখচেন। মধু-সুদনও আর ভয় করেন না।

কলি। (বিজয়কালীর চরণোদক পান করিয়া মস্তকে ও

অষ্টাঙ্গে হাত বুলাইয়া) ঠান্‌দিদি ! এ যে আমাকে কি মিষ্টি লাগে, তা আর বোলতে পারিনে। এ চন্নামেত্ত খেলেই আমার মন যেন নির্ম্মল আর দেহ পবিত্র হয়, মনের মধ্যে যে পাপ তাপ আছে, এমন আর বোধ হয় না ?

সি-মা। মাগও এক রকম গুরু হে !!!

কলি। ঠান্‌দিদি ! গুরু শব্দ আর ত গাছ থেকে পোড়ে হয় নি ? যার ভারিত্ব আছে সেই গুরু। তা, স্ত্রীতে যে ভারিত্ব আছে, বোধ করি বিশ্বসংসারে তা নাই। বিবেচনা ক'রে দেখুন, মাগ যদি এ দিকে একটু মুখ ভারি কোরে ব'সে, ও দিকে অমনি বিশ্ব সংসার শূন্য হয়ে পড়ে। নির্ব্বোধলোকেরা বলে মায়ের চেয়ে আর গুরুতর নাই। ঠান্‌দিদি ! এও কি কথা ? না এ মনে ধরে ? দেখুন ! মাকে ফেলে কত লোক বিবাগী হয়ে যাচ্চে, মুনি ঋষিরে ত অনেকেই গ্যাচেন, তাঁদের চেয়ে সামান্য নরে আর ত জ্ঞানবান্ নয় ? মাগকে ফেলে কটা লোক বিবাগী হয়েছে বলুন ? তবে যারা যায়, তাদের চেয়ে পশুর জ্ঞান আছে। বিশ্বসংসারে মাগই সকলের সার, তাঁর সেবা কোল্লে শরীরে কোন পাতক জন্মায় না, আমি খুব বোল্‌তে পারি, আমার শরীরে কোন পাপ নাই।

মোদো। (স্বগত) পাপের গন্ধ মাত্রও নাই। তুমি যে মহাপাতকী যম তোমার তরে একটী কেবল মুদ-

করাষের 'বিষ্ঠায়' নরক কুণ্ড, আর ফরমাসে ডাঙ্গস গড়িয়ে রেখেচেন। একবার নিয়ৎ ফুরুলেই হোলো, অমনি কাঁটা বন দিয়ে হিঁচুরে টেনে নে যাবে। সে সময়ে আমি যদি দেখ্‌তে পাই, দিদিমার যে দুর্দ্দশা ক'রেচ, আমিও একটী আস্ত যম দূত হবো। এখনি আমার এমনি বোধ হচ্চে, মাথাটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে তবে দুঃখ যায়।

কলি। ঠান্‌দিদি! একটা গীত গাই শুনুন।

গীত।

যারা গো অল্প বুদ্ধি জন।
স্ত্রী-রতনে অযতনে করে জ্বালাতন।
জগত দেখিলে চেয়ে, কি আছে রমণীর চেয়ে,
এমন রতন পেয়ে, করে অযতন।
বনিতা লয়ে সংসার, সে ধন বিহীন যার,
বিফল জীবন তার, গৃহ যেন বন॥

সি-মা। নাতি! তুমি ভাই যে সব কথা বোল্‌চ, এ গুলি জ্ঞানের কথা। বিস্তর লেখা পড়া শিখেচ, তাই ভাই তোমার এ জ্ঞান জন্মেচে। সকলের কেমন ক'রে হবে বল? যা হোক তোমার স্ত্রী-ভক্তি দেখে আজ খুব খুশি হ'লেম।

মোদো। (স্বগত) লোকালয়ে দিব্বি নাম কিন্‌লেন। কলীর একটী আদত জানোয়ার হ'লেন তার আর সংশয় নাই।

সি-মা। নাতি! ঢের রাত্তির হয়েচে এখন চল্লেম ভাই!

কলি। রাত্তির অধিক হয়েচে বটে, আর বোসতে বোলতে পারিনে। কাল আবার আসবেন। আজ কি বা দেখলেন ? আরো কত দেখাবো।

সি-মা। আসবো বই কি ? এখন চল্লেম ভাই।

[সিদ্বুর মাতার প্রস্থান।

বিজ। মোদো ! তুই ব্যাটা আর এখানে কেন ?

মোদো। আমাকে আর কি কোন দরকার নাই ? তবে চল্লেম এখন। (যেতে যেতে স্বগত) মধুসূদন এখন যাচ্চেন না, আড়াল থেকে মজা দেখা যাক্‌গে। (কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মান)।

বিজ। (ভ্যাড়ার পোষাক লইয়া, কলীরকাপকে দেখাইয়া) দেখ, আজ চান্‌দিদির ছেলে এই ভ্যাড়ার পোষাক্‌টা পোরে এসেছিল, এটা পোরলে ঠিক ভ্যাড়ার মতন দেখায়; মানুষ বোলে আর চিন্তে পারা যায় না। তুমি একবার এটা পর না ?

কলি। দেখি ! দেখি ! (হাতে লইয়া) বা ! সিদে ছোঁড়া ত মন্দ নয় ! এটা বেশ ক'রেচে। দেখি আমাকে কেমন দেখায়। (পরিধান)।

বিজ। মাইরি ! তোমাকে ঠিক ভ্যাড়ার মতন দেখাচ্চে।

(বরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ)

বরেন্দ্র। (নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে) কলিরকাপ কোথা হে !

কলি। (বিজয়কালীর প্রতি) কি সর্ব্বনাশ ! বরেন্দ্র বাবু যে ! যা, এখন এ দিকে যেন এসেন না !

বিজ। (প্রস্থানাভিমুখ)

বরেন্দ্র। (প্রবেশ করিয়া বিজয়কালীকে দেখে) একি! আজ যে দিব্বি বাইজী সেজেচো। বন্দিকি বাইজি। (সেলাম কোরে) কর্ত্তা কোথা।

বিজ। এই ছিলেন, কে এসে ডাক্‌তে তার সঙ্গে কোথা গ্যালেন।

বরে। (ভ্যাড়ার দিকে চাহিয়া) বা! বা! দিব্বি ভ্যাড়া যে? এটা কোথা পেলে।

বিজ। কর্ত্তা আজ এনেচেন।

বরে। একে কাশ্মিরি ভ্যাড়া বলে না?

বিজ। অত জানিনে ভাই। (নেপথ্যাভিমুখে) মোদো! এক ছিলিম তামাক দিয়ে যারে।

মোদো। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে যাই।

বরে। হ্যাঁ বৌ! এ ভ্যাড়াটা নড়াই করে।

বিজ। তা বোল্‌তে পারিনে, আজ সবে এনেছেন।

বরে। খুব তেজি দেখ্‌চি, বোধ করি নোড়তে পারে।

(তামাক সাজিয়া মোদোর প্রবেশ।)

বরে। (দু-হাতে ভ্যাড়ার মাথা ঠেলে দিয়ে তাল ধরিয়া) (বিজয়কালীর প্রতি) না, নোড়তে শিখেনি। কোন গুণ নাই, কেবল ভড়ং সার।

মোদো। মশায়! আমি ঢের ম্যাড়ার নড়াই দেখেছি, আর ম্যাড়াকে নড়াই শেখাতেও পারি, আপনি এইবার হাত পেতে তাল ধরুন্, আমি আগে ওটার কাণ মোলে দি, তবে রাগবে, না রাগ্‌লে ঢুঁ মারবে কেন?

বরে। (দু-হাতে তাল ধরা।)

মোদো। (ভ্যাড়ার কাণ মলিয়া) ঢুঁ ! ঢুঁ ! লাগে, লাগে।

বরে। কইরে কিছুই যে নয়?

মোদো। মশায় একটু রস্থুন না? না রাগলে তাল মারবে কেন? যতক্ষণ না রাগবে ততক্ষণ কাণ ম'ল্‌বো। (পুনঃ কাণ মোলে) ঢুঁ! ঢুঁ! লাগে, লাগে, তাল।

বরে। কইরে কিছুই যে নয়।

মোদো। তাইতো মশায়! এটা যে ভারি বোকা ভ্যাড়া। আজ কাণ ম'লে ম'লে ঢুঁ শিখিয়ে তবে ছাড়্‌বো। মশায়! এইবার তাল ধরুন্‌ দেখি। (পুনঃ কাণ মলিয়া) ঢুঁ, ঢুঁ, লাগে লাগে, অড়র্‌ অড়র্‌!!

বিজ। মোদো! অত মাচ্চিশ কেন? আর তোকে মার্‌তে হবে না।

মোদো। তুমি জান কিগো? এ রকম কোরে না শেখালে তাল শিখ্‌বে কেন?

বিজ। না তোর আর তাল শেখাতে হবে না, ওকে আর তো নোড়তে দোব না।

বরে। শেখাগ না, তোমার এতে ক্ষতি কি?

মোদো। তাইতো ভাল কোত্তে মন্দ হয়। (বরেন্দ্র বাবুর প্রতি) আপনি তাল ধরুন্‌ দেখি? এবার এম্নি কাণ মোল্‌বো যেঢুঁ না মেরে আর বাঁচবে না?

কলি। (স্বগত) কি আপদ! আজ তো ভারি নাকাল দেখ্‌চি? মোদো চাকর ব্যাটা মনের সাধে কাণ মোল্‌চে। ওর দোষ কি? আমার আপনার দোষে

এ নাকাল হোচ্চে। ও তো আর আমাকে চিন্তে পারে নাই, ভ্যাড়া বোলেই কাণ মোলচে। এখন যতক্ষণ চুঁ না মারবো, ও কাণ মোল্‌তে ছাড়বে না, তার চেয়ে এক্‌টা চুঁ মারি। পোষাক্‌টা ঠিক ভ্যাড়ার মতন বোলেই রক্ষা; তা না হলে এতক্ষণ চিনে ফেল্লে লজ্জার আর শেষ ছিল না।

মোদো। (কাণ মোলে) চুঁ! চুঁ! লাগে লাগে।

কলি। (মস্তক তুলিয়া চুঁ মারণ।)

মোদো। (বিজয়কালীর প্রতি) মা ঠাকুরুন্! দেখ্‌লেন, শেখালেই শেখে। আর ভ্যাড়াগুলোর প্রহারের চেয়ে ওষুধ নাই। (বরেন্দ্রবাবুর প্রতি) বাবু! এবার আর মাত্তে হবে না, তাল ধরুন দেখি?

বরে। (হস্ত পাতিয়া তাল ধরণ)

মোদো। (মুখে) চুঁ চুঁ।

কলি। (তাল মারণ।)

বরে। মোদো! তোর বাহাদুরী আছে।

মোদো। মশায়! আমি যে এ ভ্যাড়ার স্বভাব ইস্তক্‌নাগাদ দেখে আসচি। আমি খুব ভাল জানি।

বরে। দিব্বি ভ্যাড়া! (বিজয়কালীর প্রতি) বাইজি! বোল্‌তে পারিনে, যদি এ ভ্যাড়াটী আমাকে দাও তা হলে আমি বিশেষ বাধিত হই।

বিজ। না ভাই! এ আমার ভারি সকের, আমি প্রাণ থাক্‌তে তা দিতে পারবো না।

বরে। তবে এক কর্ম্ম কর, আজ একবার আমাকে দাও,

আমি তোমার ননদকে দেখিয়ে, এখনি আবার পাঠিয়ে দিচ্চি।

বিজ। আমি তাও পারবো না ভাই? (স্বগত) কি সর্ব্ব-নাশই আজ কোরেচি।

মোদো। (স্বগত) আজ আচ্ছা মজা করা যাচ্চে। আমি কিছু কিছু বুঝি, যেমন কর্ম্ম তার তেম্নি ফল হোচ্চে। মন তুমি বুঝলে কি না, বাবুরা একেই বলে সভ্যতা।

নবীনকালীর প্রবেশ।

মোদো। (স্বগত) পিশি-মা আর থাক্‌তে পাল্লেন না; কি বলেন শুনি।

নবীন। বৌ! তুই যে মাকে বাড়ী থেকে বিদায় কল্লি, লোকালয়ে মুখ দেখাবি কেমন কোরে বল্ দেখি? আর এবাড়ী কি তোর বাপের বাড়ী থেকে এনেচিশ। কলীরকাপ কোথা গ্যালো, তাকে এখনি ডাকা, আমি দুটো একটা কথা বোলে যাই।

মোদো। পিশি-মা! আজ আমাদের বাবু কেমন এক টা ভ্যাড়া এনেছেন দেখুন।

নবীন। (ভ্যাড়ার কাছে আসিয়া) এটা
খুলে ফেলে) কলীরকাপ! লে
কেমন ক'রে? তোর কি এ
দিতে যোটে না। ছি!
ডুবুলি।

মোদো। (মৌখিক স্বভয়ে) ওঃ

যে ভ্যাড়া মনে কোরে কত কাণ ম’লেছি। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (স্বগত) শর্ম্মা যেন কিছুই জানেন না, ব্যাটা যেমন কুকুর, আজ তার তেম্নি মুগুর হয়েছে।

নবীন। আমার যে কি দুঃখ হোচ্চে তা বল্‌তে পারিনে। হায় হায়! মায়ের আমার শেষ দশা হয়েছে, তিনি ক-দিন আর বাঁচবেন, পেটের ছেলে হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে না? অন্ধকার রাত্তিরে মোদোর সঙ্গে তাঁকে কেমন ক’রে বিদায় কর্‌লি? তোদের যদি এতই ভার বোধ হয়েছিল, তা আমায় কেন খপর দিলিনে? তা হ’লে আমি আপনি এসে তাঁকে নিয়ে যেতেম। (বিজয়কালীর প্রতি) বৌ! পরকালে কি হবে বল্‌ দেখি?

মোদো। (স্বগত) পরকালে পোচে পোকা হবেন। (প্রকাশ্যে) পরকাল কি আছে গা? ওঁরা পরকালের বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেচেন। (স্বগত) আজ দু-চার কথা বোলে নেওয়া যাক্‌। (বিজয়কালীর প্রতি, প্রকাশ্যে) মা-ঠাকুরুণ! কোন কথা কোচ্চ না কেন গা?

বরে। কলিরকাপ! যাহোক লোকালয়ে খুব নাম কিন্‌লে, লেখাপড়া যা শিখেছিলে, তা তোমার ভস্মে ঘি ঢালা হয়েচে। কেবল টাকা উপায় কোল্লেই যে মনুষ্য নামের যোগ্য হয় এমত বোধ কোরোনা। সুরা সেবন,লাম্পট্য দোষ,বহুবিবাহ,বিশ্বাসঘাতকী, অপ-

ব্যয়, আত্মশ্লাঘা, লোক নিন্দা প্রভৃতি যে এই গুলিই কেবল দোষাকর এমত মনেও করোনা। স্ত্রৈণতাটীও বড় সহজ বিষয় নহে। দেখ, এক স্ত্রৈণতার জন্য তুমি যে মহাপাতক কোরেচ, পৃথিবীতে তাহাপেক্ষা আর কি পাপ আছে বল?জন্মভূমিকে পণ্ডিতেরা স্বর্গের গরিয়সী বলেন,আর জননীর তুলনা তাহারা কিছুরই সহিত দিতে পারেননাই। যদ্যপি কোন তীর্থ-পর্য্যটক দ্বাদশবর্ষ তীর্থ পর্য্যটন ক’রে জন্মভূমি দর্শন না করে, তাহার সে তীর্থের সমস্ত ফল ব্যর্থ হয়। তুমি কিনা স্ত্রৈ-ণতা পরবশে, যে জননী তোমাকে দশমাস দশ দিন গর্ভে স্থান প্রদান, ও অসহ্য প্রসব বেদনা সহ্য কোরে এই বিশ্বসংসার দর্শন করালেন, যিনি আপনার শরীরের রক্ত প্রদান কোরে তোমার শরীরের পুষ্টি সাধন কোরেচেন, যিনি তোমার সামান্য পীড়াতে অসহ্য মনোকষ্ট পেয়েছেন, যিনি কোন উত্তম দ্রব্য প্রাপ্ত হোলে, তাহা তোমাকেই প্রদান করেছেন ; যিনি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকট সতত হিত চিন্তা ক’রে
স্ত্রৈণতাবশতঃ সেই জননী
শেষে কি না এক মু
হইতে বহিষ্কৃতা কো
আর এই স্ত্রৈণতা
হোলো বল দেখি
সাজ্‌তে বোলে

লোকালয়ে মুখ দেখাবে কেমন কোরে, এখন গলায় দড়ী দিয়ে মর। তোমার মুখে আগুণ, তুমি যা কোরেছ, তাহাতে তোমার মরণই মঙ্গল দেখ্‌ছি।

(রাধামনির প্রবেশ।)

রাধা। বাবা বরেন্দ্র! কলীরকাপকে গালাগাল দিওনা, মায়ের প্রাণে ব্যাথা লাগে। আমার গর্ভকে ধিক! (কলীকাপের প্রতি) বাবা! আমি এমন গর্ভও ধরেছিলাম। লোকে পুত্র কন্যার কিসের তরে কামনা করে? বৃদ্ধ পিতা মাতাকে প্রতিপালন, শ্রাদ্ধ শান্তিতে পূর্ব্ব পুরুষগণকে সন্তোষপ্রদান, লোকালয়ে লোকলৌকিকতা করিয়া পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল করিবে এইমাত্র। কলিরকাপ! তুমি কলীর ছেলে তোমার দোষ কি? কালের মতনই কর্ম্ম কোরেচ। বাবা! বেঁচে থাক, সুখে থাক, তোমাকে অধিক আর কি বোলবো যে কর্ম্ম কোরেচ "ভ্যালারে মোর বাপ"!!!

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।